নভেম্বর

১লা নভেম্বর

নিখিল সাধুসাধ্বী

মহাপর্ব

প্রথম পাঠ - প্রত্যা ৫:১-১৪

খ্রীষ্ট প্রতিটি গোষ্ঠী, ভাষা, জাতি ও দেশের মানুষকে মুক্ত করেছেন

আমি, যোহন, তখন দেখতে পেলাম, সিংহাসনে সমাসীন যিনি, তাঁর ডান হাতে একটা পাকানো পুঁথি রয়েছে, তা ভিতরে বাইরে দু'দিকেই লেখা, ও সাতটা সীল দিয়ে মোহরযুক্ত। পরে আমি দেখতে পেলাম, শক্তিশালী এক স্বর্গদূত উদাত্ত কণ্ঠে একথা ঘোষণা করছেন: 'ওই পুঁথি খুলে দেবার ও তার সীলমোহরগুলি খুলে ফেলার যোগ্য কে?' কিন্তু স্বর্গে কি পৃথিবীতে কি পৃথিবীর নিচে, পুঁথিটিকে খুলতে বা পড়তে সক্ষম এমন কেউই ছিল না। তখন আমি তিক্ত কান্নায় কাঁদতে লাগলাম, কারণ এমন কাউকেও পাওয়া গেল না যে সেই পুঁথি খুলতে ও পড়তে যোগ্য। সেই প্রবীণদের একজন আমাকে বললেন, 'কেঁদো না! দেখ, যুদা গোষ্ঠীর সিংহ যিনি, দাউদ বংশের মূল শিকড় যিনি, তিনি বিজয়ী হয়েছেন, তাই তিনি পুঁথিটিকে ও তার সাতটা সীলমোহর খুলবেন।'

পরে আমি দেখতে পেলাম, সেই চার প্রাণী ও সেই প্রবীণদের মাঝখানে যেখানে সিংহাসনটি রয়েছে, সেখানে এক মেষশাবক দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁকে যেন বধ করা হয়েছে। তাঁর সাতটা শিঙ ও সাতটা চোখ, অর্থাৎ কিনা সারা পৃথিবীতে প্রেরিত ঈশ্বরের সপ্ত আত্মা। আর মেষশাবকটি এগিয়ে এলেন, এবং, সিংহাসনে সমাসীন যিনি, তাঁর ডান হাত থেকে পুঁথিটিকে নিলেন। আর তিনি পুঁথিটিকে গ্রহণ করলে ওই চার প্রাণী ও চব্বিশজন প্রবীণ মেষশাবকের সামনে প্রণিপাত করলেন; তাঁদের প্রত্যেকের হাতে একটা বীণা ও সুগন্ধি ধূপধুনোয় পূর্ণ একটা সোনার পাত্র; ধূপধুনো হল পবিত্রজনদের প্রার্থনা। তাঁরা এক নতুন বন্দনাগান গাইতেন:

'তুমি পুঁথিটি গ্রহণের,
ও তার সমস্ত সীলমোহর খুলে ফেলার যোগ্য,
কারণ তোমাকে বধ করা হয়েছিল,
এবং তোমার রক্তমূল্যেই তুমি ঈশ্বরের জন্য
প্রতিটি গোষ্ঠী, ভাষা, জাতি ও দেশের মানুষকে কিনেছ,
এবং তাদের করে তুলেছ আমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশে রাজ্য ও যাজক,
আর তারা পৃথিবীর উপর রাজত্ব করবে।'

তেমন দর্শনের সময়ে আমি সিংহাসন ও প্রাণীদের ও প্রবীণদের চারপাশে বহু স্বর্গদূতের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। সংখ্যায় তাঁরা ছিলেন লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি; তাঁরা উদাত্ত কণ্ঠে বলছিলেন,

'যাঁকে বধ করা হয়েছিল,
সেই মেষশাবক পরাক্রম ও ঐশ্বর্য, প্রজ্ঞা ও শক্তি,
সম্মান, গৌরব ও "ধন্য" স্তুতিবাদ গ্রহণের যোগ্য!'

পরে আমি শুনতে পেলাম, স্বর্গে ও পৃথিবীতে এবং পৃথিবীর নিচে ও সমুদ্রগর্ভে জগৎসৃষ্টির সবকিছু ও যেখানে যা কিছু আছে, সবই বলে উঠল:

'সিংহাসনে সমাসীন যিনি, তাঁর উদ্দেশে ও মেষশাবকের উদ্দেশে প্রশংসা, সম্মান, গৌরব ও প্রতাপ
চিরদিন চিরকাল।'

আর সেই চার প্রাণী বললেন, 'আমেন।' আর সেই প্রবীণেরা লুটিয়ে পড়ে প্রণাম জানালেন।

শ্লোক প্রত্যা ১১:১৭,১৮; সাম ১৪৫:১০

℟ প্রভু, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, যে তুমি আছ, যে তুমি ছিলে, আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কারণ তুমি

তোমার মহাপরাক্রম ধারণ করে রাজ্যভার গ্রহণ করলে।

℟ তোমার দাস ও পবিত্রজন যারা, তাদের সকলকে মজুরি দেওয়ার সময় এসে গেছে।

℣ প্রভু, তোমার সকল কাজ করবে তোমার স্তুতি ; তোমার ভক্তরা তোমাকে বলবে ধন্য।

℟ তোমার দাস ও পবিত্রজন যারা, তাদের সকলকে মজুরি দেওয়ার সময় এসে গেছে।

(ক বর্ষ) দ্বিতীয় পাঠ - সিনাইয়ের সন্ন্যাসী সাধু আনাস্তাসিওসের উপদেশাবলি পর্ব উপলক্ষে উপদেশ

স্বর্গের পুণ্যজনেরাই এ উৎসবে আমাদের আহ্বান করছেন

প্রিয়জনেরা, আজকের উৎসবমুখর এ জনসমাগম সত্যিই আমাদের আগ্রহের উজ্জ্বল প্রকাশ ; কিন্তু আমাদের এত আগ্রহ, এত আনন্দ কেন? তার কারণ, আমাদের যে ভাইবোন আমাদের কাছ থেকে খ্রীষ্টের কাছে আহূত হয়েছেন, তাঁরা নিজেরাই আমাদের এখানে আহ্বান করেছেন! সুতরাং এসো, স্তুতিগান গেয়ে সানন্দে খ্রীষ্টের কাছে এগিয়ে আসি, কেননা আমাদের পরলোকগত ভাইবোনেরা এমন উদ্দীপনা আমাদের হৃদয়ে জাগিয়েছেন, তাঁরা স্বর্গে দূতদের প্রশংসাগানে যোগ দিতে দিতে ও আমাদের জন্য আত্মিক এক ভোজের আয়োজন করতে করতে আমরা যেন এ পৃথিবীতে তাঁদের হয়েই ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করি। পরমদেশের আমোদপ্রমোদে প্রমত্ত হয়ে তাঁরা আমাদের হাতে অনুতাপের আঙুররস তুলে দিচ্ছেন ; তাঁরা এখন স্বর্গের সান্ত্বনা ভোগ করছেন ও এমন প্রদীপ জ্বালাচ্ছেন যাতে অগম্য আলোর দিকে অগ্রসর হতে হতে নিজেদের হৃদয় আলোময় করে তুলতে পারেন।

যে পুণ্যজনেরা আগে থেকে খ্রীষ্টের সঙ্গে ছিলেন, তাঁরা আমাদের মধ্য থেকেই পুণ্যজনদের স্বর্গে আকর্ষণ করলেন। যাঁরা একসময়ে আমাদের সঙ্গে ছিলেন, তাঁরা আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্রকৃত মাতৃভূমিতে ফিরে গিয়ে আমাদের অনাথ করে ফেলে রেখেছেন। তাঁরা অবক্ষয়ের পর্যায় থেকে অক্ষয়ের পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন ; তাঁরা এজগৎ ছেড়ে খ্রীষ্টে পুনরুত্থান করেছেন, এ অস্থায়ী তাঁবু ত্যাগ করে স্বর্গীয় যেরুসালেমে আবাস নিয়েছেন। এজীবনের শূন্যতায় আমাদের ফেলে রেখে তাঁরা স্বর্গের সুখ লাভ করেছেন ; এ পার্থিব চিন্তার মধ্যে আমাদের ছেড়ে নিশ্চিন্তার দেশে উত্তরণ করেছেন। তাঁরা এসংসারের ঝড় ও তরঙ্গ পেরিয়ে গিয়ে প্রশান্ত বন্দরে নঙ্গর ফেলেছেন।

অথচ আমাদের মাঝে থাকাকালে তাঁরা আমাদের সঙ্গে ছিলেন ব'লে প্রতীয়মান হয়েও প্রকৃতপক্ষে আমাদের সঙ্গে ছিলেন না, কেননা তাঁদের মন ঈশ্বরের দিকেই ধাবিত ছিল। হ্যাঁ, তাঁরা স্বর্গের নাগরিকের মতই পৃথিবীতে বাস করছিলেন। এখানে স্থায়ী কোন নগর স্থাপন না করে তাঁরা স্বর্গীয় নগরীর সন্ধান করছিলেন ; পার্থিব কোন ধন গচ্ছিত না করে তাঁরা স্বর্গের ধনের অন্বেষণ করছিলেন। ঠিক তাঁদের পূর্বপুরুষদের মত তাঁরাও এখানে বিদেশী ও প্রবাসী ছিলেন। সংসারের প্রতি, সংসারের যত বিষয়ের প্রতি ও সংসারের যত পথের প্রতি বিদেশী হয়ে তাঁদের গোটা হৃদয় স্বর্গীয় বিষয়েই মগ্ন ছিল: হ্যাঁ, স্বর্গীয় বিষয়ই ছিল তাঁদের একমাত্র চিন্তা, তাঁদের একমাত্র বাসনা। তাঁরা স্বর্গের কান্তির জন্য, তার আবাস ও গৃহের জন্য, তার দূতবাহিনী ও প্রশংসাগানের জন্য, তার উৎসব ও চিরন্তন সুখের জন্যই আকাঙ্ক্ষী ছিলেন।

পুণ্যজনেরা তেমন স্বর্গীয় বিষয়গুলো দর্শন করে, ধ্যান করে ও অন্বেষণ করে সেগুলোর দিকেই দ্রুতপদে অগ্রসর হলেন, আর শেষে তা লাভও করলেন, ও তাঁদের দীর্ঘ প্রচেষ্টার ফলে দিব্য বাসরে প্রবেশাধিকার পেলেন। একসময়ে পরিশ্রম করেছিলেন বিধায় এবার তাঁরা উল্লাসে মেতে ওঠেন। শিথিল ছিলেন না বিধায় তাঁরা এখন আনন্দ ভোগ করেন। হ্যাঁ, *প্রভুর দৃষ্টিতে মূল্যবান তাঁর পুণ্যজনদের মৃত্যু।*

শ্লোক প্রত্যা ১৯:৫,৬; সাম ৩৩:১

℣ আমাদের ঈশ্বরের প্রশংসাগান কর, তাঁর সকল দাস, তোমরাও, ছোট-বড় তাঁকে ভয় কর যারা,

℟ কারণ আমাদের সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সেই প্রভু রাজ্যভার গ্রহণ করেছেন।

℣ প্রভুতে আনন্দধ্বনি তোল, ধার্মিকজন সকল, ন্যায়নিষ্ঠদের মুখেই প্রশংসাগান সমীচীন,

℟ কারণ আমাদের সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সেই প্রভু রাজ্যভার গ্রহণ করেছেন।

বিকল্প (খ বর্ষ)

দ্বিতীয় পাঠ - মাননীয় সাধু বীডেরই বলে ধরে নেওয়া উপদেশ **পর্ব উপলক্ষে উপদেশ ৭০**

ক্ষণস্থায়ী যন্ত্রণার প্রতিদানে পুণ্যজনেরা লাভ করলেন চিরস্থায়ী পুরস্কার

প্রিয়জনেরা, আমরা আজ মহোৎসব পালন করে সেই সকল স্বর্গীয় পুণ্যজনদের স্মৃতি রক্ষা করি যাঁদের উপস্থিতিতে স্বর্গ উল্লসিত, যাঁদের প্রতিপালনে পৃথিবী আনন্দিত, ও যাঁদের গৌরব স্বয়ং পুণ্যময়ী মণ্ডলীর ভূষণ। তাঁরা একসময়ে খ্রীষ্টবিশ্বাস যত দৃঢ়তার সঙ্গে স্বীকার করেছিলেন, আজ তত সম্মানের সঙ্গে সম্মানিত, কেননা সংগ্রামীর গৌরব সংগ্রামের কঠোরতার অনুপাত। সাক্ষ্যমরদের গৌরব হল বহুপ্রকার কষ্টের ফল, আর তাঁদের যন্ত্রণা যতখানি তীব্র ছিল, তাঁদের পুরস্কার ততখানি উজ্জ্বল হল।

আমাদের মাতা সেই কাথলিক মণ্ডলী যা জগৎজুড়ে পরিব্যাপ্ত, তার মাথা সেই যীশুখ্রীষ্টের কাছ থেকে দুর্নাম, যন্ত্রণা বা মৃত্যুও ভয় না করতে শিখেছে। প্রতিরোধ না করে বরং সহিষ্ণুতা দেখিয়েই নিজেই উত্তরোত্তর শক্তির অধিকারী হয়ে সে সেই উৎকৃষ্ট দলকে উৎসাহ দান করল যাঁরা গৌরবমালা লাভ করার জন্য তারই মত আগ্রহের সঙ্গে লড়াইয়ে অংশ নিতে অগ্রসর হলেন।

আহা, সত্যিই ধন্য এ মাতা মণ্ডলী, যা ঐশঅনুগ্রহের মর্যাদায় উজ্জ্বল, বিজয়ী সাক্ষ্যমরদের মূল্যবান রক্তে ভূষিতা, অক্ষুণ্ন খ্রীষ্টবিশ্বাস-স্বীকৃতির স্বচ্ছ পবিত্রতায় পরিবৃতা! তার মালায় সাক্ষ্যমরণের রক্তলাল গোলাপফুলও রয়েছে, চিরকুমারীদের শুচিশুভ্র লিলিফুলও রয়েছে।

প্রিয়জনেরা, এসো, সচেষ্ট থাকি, আমরাও যেন তেমন দ্বিবিধ মর্যাদার অধিকারী হয়ে উঠতে পারি—তা কুমারীত্বের শুভ্র মালা হোক বা সাক্ষ্যমরদের রক্তলাল মালা হোক। স্বর্গের বিচারালয়ে খ্রীষ্টের সকল সৈন্যের জন্যই উপযুক্ত মালা রয়েছে—যুদ্ধকালের জন্য একটা মালা, শান্তিকালের জন্য একটা মালা।

উপরন্তু, আপন অনির্বচনীয় ও অপরিসীম মঙ্গলময়তায় ঈশ্বর এমন ব্যবস্থা করেছেন যাতে পরিশ্রম ও যন্ত্রণার কাল অন্তহীন না হয়, এমনকি অতিরিক্ত দীর্ঘও না হয়, সেই কাল বরং ক্ষণিকের মত। এ স্বল্পদিনের জীবনে আমাদের লড়াই ও পরিশ্রম করতে হচ্ছে বটে, কিন্তু সেই অনন্ত পরজীবনে আমরা আমাদের কর্ম অনুযায়ী মালা ও পুরস্কার পাব। তাই পরিশ্রম অল্পদিনের, কিন্তু পুরস্কার চিরস্থায়ী। এসংসারের অন্ধকার মিলিয়ে গেলে পুণ্যজনেরা এমন আলোর দর্শন পাবেন অতুলনীয়ই যার উদ্ভাস, ও এমন আশীর্বাদের অধিকারী হবেন যা আগের যন্ত্রণার যোগ্য প্রতিদান। এবিষয়ে প্রেরিতদূত সাক্ষ্য দিয়ে বলেন: *আমি মনে করি যে, আমাদের প্রতি যে গৌরব প্রকাশিত হবে বলে স্থিরীকৃত আছে, তার সঙ্গে এ বর্তমানকালের দুঃখকষ্ট তুলনার যোগ্য নয়।*

শ্লোক প্রত্যা ১৯:৫,৬; সাম ৩৩:১

প্র আমাদের ঈশ্বরের প্রশংসাগান কর, তাঁর সকল দাস, তোমরাও, ছোট-বড় তাঁকে ভয় কর যারা,
উ কারণ আমাদের সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সেই প্রভু রাজ্যভার গ্রহণ করেছেন।
প্র প্রভুতে আনন্দধ্বনি তোল, ধার্মিকজন সকল, ন্যায়নিষ্ঠদের মুখেই প্রশংসাগান সমীচীন,
উ কারণ আমাদের সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সেই প্রভু রাজ্যভার গ্রহণ করেছেন।

বিকল্প (গ বর্ষ)

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি **উপদেশ ২**

যাঁরা আমাদের প্রতীক্ষায় রয়েছেন, এসো, তাঁদের দিকে ছুটে চলি

সাধুসাধ্বীদের প্রশংসাবাদ আমরা করছি কেন? তাঁদের উদ্দেশে আমাদের এ গৌরবকীর্তনে ও পর্বোৎসব-পালনে কী লাভ? পুত্রের প্রতিশ্রুতি অনুসারে যখন স্বর্গীয় পিতাই তাঁদের উপর সম্মান আরোপ করেন,

তখন কেনই বা তাঁদের প্রতি এ পৃথিবীর সম্মান? তাঁদের উদ্দেশে আমাদের যত স্তুতিবাদ কিসের জন্য? সাধুসাধ্বীদের পক্ষে আমাদের শ্রদ্ধা-প্রদর্শনের কোন প্রয়োজন নেই, আমাদের উপাসনায় তাঁদের কোন উপকারও হয় না। একথা স্পষ্ট যে, আমরা যখন তাঁদের স্মৃতি শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করি, তখন তাঁদের নয়, আমাদেরই লাভের জন্য তা করি।

আর আমি, আমি তো একথা স্বীকার করতে বাধ্যই যে, যখন সাধুসাধ্বীদের কথা ভাবি, তখন আমার হৃদয়ে মহৎ বাসনার আগুন জ্বলে ওঠে।

সাধুসাধ্বীর স্মৃতি যে প্রথম বাসনা আমাদের হৃদয়ে বিশেষভাবে জাগায় বা সৃষ্টি করে তা হল: তাঁদের মধুময় সাহচর্য উপভোগ করা ও পুণ্যাত্মাদের যোগ্য পরিজন ও সহনাগরিক হওয়ার বাসনা: কুলপতিদের মণ্ডলীতে, নবীদের দলে, প্রেরিতদূতদের সভায়, অসংখ্য সাক্ষ্যমরদের সেনায়, বিশ্বাস-সাক্ষীদের সমাবেশে, চিরকুমারীদের গায়কদলে, এক কথায় নিখিল সাধুসাধ্বীর সহভাগিতায় সম্মিলিত ও আনন্দিত হবার বাসনা।

আদি খ্রীষ্টমণ্ডলী আমাদের প্রতীক্ষায় রয়েছে, এতে কি আমাদের কিছুই আসে যায় না? সাধুসাধ্বীদের ইচ্ছাই আমরা যেন তাঁদের সঙ্গে থাকি: আমরা কি উদাসীন হয়ে থাকব? সেই সকল ধার্মিকজন আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন, অথচ এর জন্য আমাদের কি কোন চিন্তা নেই?

না, ভাই! বরং এসো, আমাদের এ নিন্দনীয় ঔদাসিন্য থেকে জেগে উঠি; এসো, খ্রীষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থান করি, ঊর্ধ্বলোকের বিষয়গুলোর অন্বেষণ করি, সেগুলো উপভোগ করি। যাঁরা আমাদের দেখবার বাসনা পোষণ করছেন, এসো, তাঁদের সেই বাসনা অনুভব করি; যাঁরা আমাদের প্রতীক্ষায় রয়েছেন, তাঁদের দিকে ছুটে চলি; যাঁরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন, উদ্দীপিত হৃদয়ে তাঁদের অবস্থা পূর্বাস্বাদন করি। সাধুসাধ্বীর সাহচর্য শুধু নয়, তাঁদের আনন্দও লাভ করার বাসনা আমাদের পোষণ করা উচিত। তাঁদের সঙ্গে থাকবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করতে করতে, এসো, তাঁদের গৌরবের অংশী হবার জন্যও আমাদের হৃদয় তীব্র উদ্দীপনায় উদ্দীপিত করি। তেমন আকাঙ্ক্ষা নিন্দনীয় নয়, গৌরবলাভের তেমন ক্ষুধাও আদৌ ক্ষতিকর নয়।

সাধুসাধ্বীদের স্মৃতিরক্ষার ফলে আমাদের হৃদয়ে দ্বিতীয় এক বাসনা জাগে তথা, আমাদের জীবনস্বামী খ্রীষ্ট তাঁদের কাছে যেমন, তেমনি আমাদেরও কাছে যেন দেখা দেন, তাঁর সঙ্গে আমরাও যেন সেই গৌরবে আবির্ভূত হতে পারি। যিনি আমাদের মাথা, তিনি এখন স্বর্গে যেভাবে আছেন, সেভাবে নয়, বরং এ পৃথিবীতে যে রূপ ধারণ করেছিলেন, তিনি ইতিমধ্যে সেই রূপেই আমাদের কাছে দেখা দিচ্ছেন। তাই আমরা তাঁকে গৌরবমুকুটে ভূষিত নয়, কিন্তু আমাদের পাপের কাঁটার মুকুটেই পরিবৃত দেখছি।

সুতরাং, কাঁটার মুকুটে পরিবৃত তেমন মাথারই নিচে যত অঙ্গ নিজেকে বিলাসিতায় সুসজ্জিত করে, সেই অঙ্গের লজ্জাবোধ করা উচিত; সেই অঙ্গ বুঝুক যে, তেমন সজ্জা তাকে মানায় না, তাকে সকলের হাসির পাত্রই করে।

একদিন খ্রীষ্টের আগমনের ক্ষণ এসে উপস্থিত হবে, তখন তাঁর মৃত্যুর কথা আর প্রচারিত হবে না। সেসময় আমরা দেখতে পাব যে আমরাও মৃত, ও আমাদের জীবন তাঁর সঙ্গে ঈশ্বরে নিহিত।

সেসময়ে খ্রীষ্ট গৌরবময় মাথা হিসাবেই দেখা দেবেন, সেসময়ে গৌরবান্বিত অঙ্গগুলোও তাঁর সঙ্গে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। তিনি তখন আমাদের এ অবনমিত দেহকে রূপান্তরিত করে মাথার তথা নিজেরই গৌরবের সমরূপ করে তুলবেন।

সুতরাং এসো, গৌরবের আকাঙ্ক্ষা স্বচ্ছন্দে পোষণ করি—এ আমাদের অধিকার বটে। কিন্তু তেমন অতুলনীয় আনন্দের প্রত্যাশা যেন বাস্তবায়িত হতে পারে, সাধুসাধ্বীদের সহায়তা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। এসো, তৎপর হয়ে সেই সহায়তা যাচ্না করি। তাই আমরা একাকী হয়ে যেখানে যাওয়া পর্যন্তও কল্পনা করতে পারি না, তাঁদের প্রার্থনার পুণ্যফলেই আমরা সেখানে পৌঁছতে পারব।

শ্লোক প্রত্যা ১৯:৫,৬; সাম ৩৩:১

℣ আমাদের ঈশ্বরের প্রশংসাগান কর, তাঁর সকল দাস, তোমরাও, ছোট-বড় তাঁকে ভয় কর যারা,

℟ কারণ আমাদের সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সেই প্রভু রাজ্যভার গ্রহণ করেছেন।
℣ প্রভুতে আনন্দধ্বনি তোল, ধার্মিকজন সকল, ন্যায়নিষ্ঠদের মুখেই প্রশংসাগান সমীচীন,
℟ কারণ আমাদের সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সেই প্রভু রাজ্যভার গ্রহণ করেছেন।

২রা নভেম্বর

পরলোকগত ভক্তবৃন্দের স্মরণ

প্রথম পাঠ - মৃতভক্তদের প্রাহরিক উপাসনার ব্যবস্থার একটা পাঠ বেছে নেওয়া হবে (পৃঃ ২১৬৬)।

শ্লোক সাম ৫১:৪

℣ প্রভু, আমার কাজকর্ম অনুযায়ী আমাকে বিচার করো না; তোমার দৃষ্টিতে আমার যত কর্মই যে মূল্যহীন।
℟ তোমার অপার স্নেহে মুছে দাও আমার অপরাধ।
℣ আমার অন্যায় থেকে আমাকে নিঃশেষে ধৌত কর, আমার পাপ থেকে শোধন কর আমায়।
℟ তোমার অপার স্নেহে মুছে দাও আমার অপরাধ।

(বিজোড় বর্ষ) দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি **উপদেশ ১৭২:১-৩**

মৃত ভক্তবৃন্দের প্রতি শ্রদ্ধা

আমাদের প্রিয়জনেরা মৃত্যুবরণ করে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিলে আমরা যে শোক করব তা তো অনিবার্যই বটে। যদিও আমরা জানি, তাঁরা সবসময়ের মত আমাদের ত্যাগ করেছেন এমন নয়, কিন্তু অল্পকালের মত আমাদের আগে আগে অগ্রসর হয়েছেন আর আমরা যারা এখানে রয়েছি কিছুদিন পরে তাঁদের পিছনে যাব, এ সমস্ত কথা জানা সত্ত্বেও আমাদের প্রকৃতি মৃত্যুকে এড়াতে চায়, আর মৃত্যু আমাদের প্রিয়জনদের একজন কেড়ে নিয়ে গেলে আমরা সেই পরলোকগত ব্যক্তির প্রতি ভালবাসার খাতিরে শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। এজন্যই প্রেরিতদূত এমনটি বলেন না যে, আমাদের শোক করা উচিত নয়, কিন্তু একথা বলেন যে, তাদেরই মত শোকার্ত হতে নেই, কোন প্রত্যাশা যাদের নেই। আমাদের আপনজনদের মৃত্যুতে আমরা শোক অনুভব করি কারণ তাঁদের ছাড়তে বাধ্য; আবার প্রত্যাশাও অনুভব করি কারণ একদিন তাঁদের ফিরে পাব। শোক দ্বারা আমরা দুঃখে জর্জরিত, প্রত্যাশা দ্বারা সান্ত্বনাই পাই; শোকে আমরা আমাদের নিজেদের দুর্বলতার অভিজ্ঞতা করি, প্রত্যাশায় আমরা বিশ্বাস দ্বারা নবীকৃত হয়ে উঠি। মৃতদের নিদ্রাগমনে মানবদশা শোক করে, কিন্তু প্রত্যাশার মধ্য দিয়ে ঐশপ্রতিশ্রুতি হৃদয়কে নিরাময় করে।

একই প্রকারে, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার গাম্ভীর্যপূর্ণ সজ্জা, কবরস্থানে বহুলোকের শোভাযাত্রা, দামী দামী সমাধিমন্দির নির্মাণ—এ সমস্ত কিছু জীবিতদেরই কাছে একপ্রকার আরাম দিতেও পারে, কিন্তু মৃতদের পক্ষে এতে কোন উপকার নেই। তথাপি একথা সুনিশ্চিত যে, পুণ্যময়ী মণ্ডলীর প্রার্থনা দ্বারা, খ্রীষ্টযাগ দ্বারা, ও তাঁদের আত্মার কল্যাণার্থে অর্থদান দ্বারা মৃতেরা যথেষ্টই উপকৃত; এ সমস্ত কিছু করার অর্থই যেন তাঁদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করে প্রভু তাঁদের রেহাই দেন। পিতৃগণ যে প্রথা হস্তান্তর করেছেন, গোটা মণ্ডলী তা পালন করে থাকে, তথা: যাঁরা খ্রীষ্টের দেহরক্তের সঙ্গে সহভাগিতা বজায় রেখে মৃত্যু বরণ করেছেন, তাঁদের কথা যখন খ্রীষ্টযাগের উপযুক্ত সময়ে স্মরণ করা হয় তখন তাঁদের জন্য প্রার্থনা নিবেদন করা উচিত; আর শুধু তা নয়, আমাদের স্মরণে রাখা উচিত যে তেমন খ্রীষ্টযাগ তাঁদেরও জন্য উৎসর্গীকৃত। তেমন দয়াকর্ম যখন যথোচিত গাম্ভীর্যের সঙ্গে তাঁদের কল্যাণার্থে সম্পাদন করা হয়, তখন আমরা যে সত্যিই তাঁদের সহায়তা দান করি, একথা কেউ কি সন্দেহ করতে পারে? তাঁদের কল্যাণার্থে যে প্রার্থনা আমরা ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করি, তা অকৃতকার্য নয়। আমাদের প্রার্থনা দ্বারা তাঁরা উপকৃত হবেন কিনা এমন সন্দেহ যেন আমাদের অন্তরে স্থান না পায়—বলা বাহুল্য আমরা তেমন মৃত ব্যক্তিদেরই কথা বলছি যাঁরা মৃত্যুর আগে এমন পুণ্যজীবন যাপন করেছেন যার ফলে আমাদের প্রার্থনা তাঁদের পক্ষে উপযোগী হতে পারে।

সুতরাং বিশ্বাসী ভক্তজনদের পক্ষে তাঁদের নিজেদের পরলোকগতদের জন্য শোক করা বিধেয় বলে গণ্য হওয়া উচিত, কিন্তু তবু তাঁদের শোক যেন এমনটি হয় যা নিরাময় করা যেতে পারে। আমাদের মরণশীল দশার

উপর চোখের জল পড়ুক, কিন্তু এমন চোখের জল যা বিশ্বাসজনিত আনন্দেই শীঘ্রই শুকিয়ে যায়; কেননা বিশ্বাস এবিষয়ে আমাদের নিশ্চিত করে যে, মৃত্যুর পরে খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা আমাদের কাছ থেকে সামান্যই দূরে যান যাতে শ্রেয়তর অবস্থায় উত্তীর্ণ হতে পারেন। সুতরাং মৃত আপনজনদের প্রতি আমাদের আধ্যাত্মিক ভালবাসা এ তিনটে বিষয়েই উত্তম প্রকাশ পায়, তথা: খ্রীষ্টযাগ, প্রার্থনা ও অর্থদান। এগুলিই তাঁদের সহায়তা করবে যাঁরা দেহে মৃত হয়েও আত্মায় জীবিত।

শ্লোক ২ মাকা ১২:৪৫; মথি ১৩:৪৩ দ্রঃ

প্র যারা পিতৃগণের বিশ্বাস রক্ষা ক'রে চিরনিদ্রা যায়,

উ তারা পাবে অপরূপ পুরস্কার।

প্র তখন সেই ধার্মিকেরা নিজেদের পিতার রাজ্যে সূর্যের মত দীপ্তিমান হয়ে উঠবে।

উ তারা পাবে অপরূপ পুরস্কার।

***বিকল্প* (জোড় বর্ষ)**

দ্বিতীয় পাঠ - ভাইয়ের মৃত্যু উপলক্ষে সাধু আম্ব্রোজের উপদেশাবলি উপদেশ ২:৪০,৪১,৪৬,১৩২,১৩৩

আমরা খ্রীষ্টের সঙ্গে মরি যেন তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থানও করতে পারি

মৃত্যুও যে লাভ ও জীবন যে শাস্তি হতে পারে, একথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে। এজন্য ধন্য পল বলেন, *আমার পক্ষে জীবন খ্রীষ্ট, এবং মৃত্যু লাভ।* আমাদের পক্ষে জীবনদায়ী আত্মা সেই খ্রীষ্টে সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত হওয়া কেমন সম্ভব হতে পারে, তেমন রূপান্তর যদি না আমাদের দৈহিক মৃত্যুর পরেই সাধিত হয়?

সুতরাং এসো, প্রত্যেকদিন মৃত্যু-চর্চা করি, মৃত্যুর জন্য অকপট আত্মনিবেদন আমাদের অন্তরে পোষণ করি। ইন্দ্রিয়জনিত যত কামনা-বাসনা থেকে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে তেমন চর্চা প্রাণের পক্ষে খুবই উপকারী হবে। নিম্ন প্রকার যত পশুতুল্য কামনা আমাদের আত্মাকে নিজেদের ফাঁদে আটকাতে প্রয়াসী, সেই সবকিছুর পক্ষে অগম্য এমন সুউচ্চ স্থানে উড়ে যাবার জন্যও সেই চর্চা উপকারী। তাই, আমাদের জীবনে এখন থেকেই মৃত্যুর প্রতীক ব্যক্ত করতে সম্মত হলে শেষদিনে আমরা মৃত্যুকে শাস্তি বলে ভোগ করব না। আসলে দেহের বিধান আত্মার বিধানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, সেই দেহের বিধান পাপের বিধানের হাতেই আত্মাকে ধরিয়ে দিতে চায়। এর প্রতিকার কী হবে? ধন্য পল নিজেও একই প্রশ্ন রেখেছিলেন, উত্তরও দিয়েছিলেন: *মৃত্যু-পরিণামী এই দেহ থেকে কে আমাকে নিস্তার করবে? আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের অনুগ্রহই* মুক্তি দেবে।

আমাদের চিকিৎসক আছেন, সুতরাং এসো, ঔষধ গ্রহণ করি। আমাদের ঔষধ হল খ্রীষ্টের অনুগ্রহ, ও মরণশীল দেহ হল আমাদের এ দেহ। অতএব এসো, এদেহ থেকে প্রবাসী হয়ে চলে যাই, যাতে খ্রীষ্ট থেকে প্রবাসী না হই। দেহে থেকেও আমরা যেন দেহের কামনা-বাসনা অনুসরণ না করি। প্রকৃতির ন্যায্য দাবি অস্বীকার করতে নেই, একথা সত্য। তবু আমাদের অগ্রাধিকার যেন সবসময় অনুগ্রহের দানগুলির দিকেই ধাবিত থাকে।

একজনেরই মৃত্যুতে জগৎ মুক্তি পেল। ইচ্ছা করলে খ্রীষ্ট নাও মরতে পারতেন; তিনি কিন্তু মৃত্যুকে এমন নিকৃষ্ট বস্তু যা এড়ানো উচিত গণ্য করলেন না, এমনকি মৃত্যুবরণ করার চেয়ে তিনি মহত্তম উপায়ে আমাদের ত্রাণ করতে পারতেন না। সুতরাং তাঁর মৃত্যু হল সকলের জীবন। আমরা তাঁর মৃত্যুতে চিহ্নিত: প্রার্থনায় তাঁর মৃত্যুর কথা ঘোষণা করি, অর্ঘ্য নিবেদনের সময়ে তাঁর মৃত্যুর কথা প্রচার করি। তাঁর মৃত্যু হল বিজয়, তাঁর মৃত্যু হল সাক্রামেন্ত, তাঁর মৃত্যু হল জগতের একটা বাৎসরিক মহোৎসব। খ্রীষ্টের মৃত্যু বিষয়ে আর কীবা বলব, যখন দিব্য প্রমাণ দ্বারা আমরা জানি যে কেবল এ মৃত্যুই আমাদের জন্য অমরত্ব লাভ করল আর মৃত্যু নিজে নিজের মুক্তিমূল্য দিয়ে নিজের মুক্তি সাধন করল? অতএব, সেই মৃত্যুকে ভয় করতে নেই, যে মৃত্যু বিশ্বপরিত্রাণের কারণ; সেই মৃত্যু থেকে দূরে পালাতে নেই, যে মৃত্যুকে ঈশ্বরের পুত্র তুচ্ছ করলেন না, এড়াতেও চাইলেন না।

সত্য কথা বলতে গেলে, আদিতে মৃত্যু প্রকৃতির একটা অঙ্গ ছিল না, শুধু পরবর্তীতেই মৃত্যু প্রকৃতির সাধারণ অঙ্গ হল। কেননা ঈশ্বর আদি থেকে মৃত্যুকে প্রতিষ্ঠা করেননি, তিনি তা প্রতিকাররূপেই আমাদের দিলেন।

অবিরত পরিশ্রমে এবং দুঃখযন্ত্রণা ও যত প্রতিকূলতার মাঝে মানবজাতির করুণ দশাটা সেই প্রথম পাপের দণ্ডের ফলেই তো শুরু হল। কিন্তু এসব অশুভ বিষয়ের সমাপ্তি ঘটানো দরকারই ছিল, জীবন যা হারিয়ে ফেলেছিল, মৃত্যুই যেন তা ফিরিয়ে আনতে পারে; অন্যথা, অনুগ্রহের অভাবে, সেই অমরত্ব সুবিধার চেয়ে বরং একটা বোঝাই হয়ে দাঁড়াত।

আমাদের আত্মাকে এ জীবনের বন্দিদশা থেকে বের হতে হয়, নশ্বর বস্তুর বোঝা থেকে মুক্তি পেতে হয়, শাশ্বত স্বর্গীয় সভার দিকে এগতে হয়।

সেখানে পৌঁছানো সাধুসাধ্বীদের বৈশিষ্ট্য। আমরা সেখানে ঈশ্বরের একই প্রশংসাগান করব যা শাস্ত্রের বাণী অনুযায়ী বীণা বাজিয়ে স্বর্গীয় গায়কদল গান করে থাকেন: *মহান, আশ্চর্য তোমার যত কাজ, হে প্রভু, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর! ন্যায্য, সত্যময় তোমার যত পথ, হে সর্বজাতির রাজা! কেইবা ভীত হবে না, প্রভু? কেইবা করবে না তোমার নামের গৌরবগান? কারণ একমাত্র তুমিই পবিত্র! সর্বজাতি এসে তোমার সম্মুখে প্রণিপাত করবে।*

যীশু, তোমার বিবাহোৎসব দেখবার জন্যও আমাদের আত্মাকে বের হতে হবে; সেই উৎসবে, সকলের গানের মধ্যে সংসারের অধীনস্থ না হয়ে বরং পরমাত্মার সঙ্গে মিলিতা হয়ে কনে মর্ত থেকে স্বর্গে উপনীতা হবে: *তোমার কাছে ফিরে যাবে যত নশ্বর জীব।*

সকলের চেয়ে ধন্য দাউদ-ই এ দিনটির দর্শন পাবার অধিক ইচ্ছা করেছিলেন; তিনি বলেছিলেন, *প্রভুর কাছে আমার শুধু এই যাচ্না—এইটুকু মাত্র অন্বেষণ করি—আমার জীবনের সমস্ত দিন ধরে প্রভুর গৃহে বাস করাই বাসনা আমার, যেন প্রভুর মাধুর্য আস্বাদ করতে পারি।*

শ্লোক ২ মাকা ১২:৪৫; মথি ১৩:৪৩ দ্রঃ

প্র যারা পিতৃগণের বিশ্বাস রক্ষা ক'রে চিরনিদ্রা যায়,
উ তারা পাবে অপরূপ পুরস্কার।
প্র তখন সেই ধার্মিকেরা নিজেদের পিতার রাজ্যে সূর্যের মত দীপ্তিমান হয়ে উঠবে।
উ তারা পাবে অপরূপ পুরস্কার।

৩রা নভেম্বর

সাধু মার্টিন দ্য পরেস, ধর্মব্রতী

দ্বিতীয় পাঠ - মার্টিন দ্য পরেসকে সাধু-ঘোষণা কালে পোপ ২৩শ যোহনের উপদেশ

ভালবাসার মানুষ সেই মার্টিন

যীশু যে পথ শিখিয়েছেন তা এ: সর্বপ্রথমে: *তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকে তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে, ও তোমার সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালবাসবে।* এরপর, *তুমি তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসবে।* সাধু মার্টিন তাঁর জীবনাদর্শে আমাদের দেখান যে আমরা এ পথ দিয়ে পরিত্রাণ ও পবিত্রতায় পৌঁছতে পারি।

খ্রীষ্টযীশু আমাদের জন্য যন্ত্রণাভোগ করেছেন ও ক্রুশকাষ্ঠ পর্যন্ত আপন দেহে আমাদের পাপ বহন করেছেন, একথা জেনে মার্টিন বিশেষ ভালবাসার সঙ্গেই সেই ক্রুশবিদ্ধজনের পথে চললেন। আর যখন যীশুর জঘন্য যন্ত্রণার দিকে তাকাতেন তখন অঝরে অশ্রুপাত না করে পারতেন না। তিনি পবিত্রতম খ্রীষ্টপ্রসাদ সাক্রামেন্তও বিশেষ ভালবাসায় ভক্তি করতেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি গির্জার নিভৃত স্থানে থেকে সিন্দুকের সামনে বহুঘণ্টা ধরেই আরাধনায় রত থাকতেন। তাঁর একান্ত বাসনাই, যথাসাধ্য ভালবাসার সঙ্গেই খ্রীষ্টপ্রসাদ গ্রহণ করা।

ঐশগুরুর দেওয়া ভালবাসার যে আদেশ, তা সাধু মার্টিন অধিক তৎপরতা ও সদাগ্রহের সঙ্গেই পালন করতেন; এজন্য ভাইদের সঙ্গে সেই জীবন্ত ভালবাসার সঙ্গেই ব্যবহার করতেন যা অবিচল বিশ্বাস ও গভীর বিনম্রতা থেকেই উদ্গত। তিনি মানুষকে ভালবাসতেন, কেননা তাদের সত্যিকারেই ঈশ্বরের সন্তান ও আপন

ভাই বলে গণ্য করতেন; এমনকি নিজের চেয়েও তাদের বেশি ভালবাসতেন, কেননা তাঁর বিনম্রতা গুণে তিনি সকলকেই নিজের চেয়ে সৎ ও শ্রেয় জ্ঞান করতেন।

তিনি পরের ত্রুটি ক্ষমার চোখে দেখতেন, তীব্রতম অপমানও মার্জনা করতেন, কেননা এবিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন যে, নিজের পাপের জন্য তিনি নিজেই অধিক গুরুতর দণ্ডের যোগ্য। সমস্ত সদাগ্রহের সঙ্গে তিনি অপরাধীদের সৎপথে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করতেন। অসুস্থদের স্নেহভরেই সেবাযত্ন করতেন।

গরিবদের জন্য খাদ্য, কাপড় ও ঔষধের ব্যবস্থা করতেন। তাঁর সাধ্যমত কৃষকদের ও কৃষ্ণাঙ্গদের সহায়তা দান করতেন; তাদেরও সহায়তা করতেন যারা শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ স্ত্রীপুরুষের মিলনজাত—সেকালে সকলে এদের ঘৃণার চোখেই দেখত।

তাদের তিনি সর্বপ্রকার সাহায্য দিতেন, ও এমন তৎপরতার সঙ্গে তাদের কল্যাণে নিয়োজিত থাকতেন যে, জনগণ তাঁকে 'ভালবাসার মানুষ সেই মার্টিন' বলে ডাকত।

এ ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি যিনি চেতনা দানে, জীবনাদর্শে ও সদ্‌গুণাবলি দ্বারা অপরকে ধর্মের প্রতি আকর্ষণ করতে পারলেন, তিনি আজও স্বর্গীয় বিষয়ের দিকে আমাদের মন অপরূপভাবে উন্নীত করার ক্ষমতা রাখেন। দুঃখের বিষয়, সকলেই যে এ সর্বোচ্চ দানগুলো যথাযোগ্য ভাবে উপলব্ধি করে ও সেগুলোকে মর্যাদা দেয়, তা নয়, এমনকি অনেকেই তারা, যারা অনিষ্টের আকর্ষণের দিকে ধাবিত হয়ে, হয় সেগুলোকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, না হয় তাদের কাছে এসব হল বিতৃষ্ণার বস্তু, না হয় এবিষয়ে আদৌ মন দেয় না। ঈশ্বর করুন, মার্টিনের আদর্শ যেন কল্যাণকর ভাবে অনেককেই শেখাতে পারে কতই না মধুর ও আনন্দদায়ক যীশুখ্রীষ্টের পদাঙ্ক অনুসরণ করা ও তাঁর দিব্য আজ্ঞাগুলি অনুযায়ী জীবনযাপন করা।

শ্লোক সিরা ৩১:৮,১১,৯

℣ সুখী সেই ধনবান মানুষ, সবার দৃষ্টিতে যে নিষ্কলঙ্ক, সোনার পিছনে যে ছুটে যায় না।
℟ তার সম্পদ প্রভুতে স্থিতমূল থাকবে।
℣ কে সেই মানুষ? আমরা তো তাকে সুখী ঘোষণা করব; কারণ আপন জাতির মধ্যে সে সাধন করল আশ্চর্য কাজ।
℟ তার সম্পদ প্রভুতে স্থিতমূল থাকবে।

৪ঠা নভেম্বর

সাধু চার্লস বরমেয়ো, ধর্মপাল

স্মরণ

দ্বিতীয় পাঠ - শেষ সভায় সাধু চার্লসের ভাষণ

নিজের আহ্বান অনুসারে চলা

আমরা সকলেই দুর্বল, আমি একথা মানি, কিন্তু প্রভু আমাদের সামনে এমন কতগুলো উপায় রাখেন যে, ইচ্ছা করলে আমরা অনেক কিছু করতে পারি। সেগুলো ছাড়া আমাদের পক্ষে নিজেদের আহ্বানের ব্রতের প্রতি বিশ্বস্ততা দেখানো সম্ভব হবে না।

এমন পুরোহিতের কথা ধরি যিনি নিজের অমিতাচারিতা স্বীকার করলেও এবং গম্ভীর ও পুণ্য আচরণের আদর্শ দেবার আবশ্যকতা স্বীকার করলেও তবু দেহসংযম পালন করতে অস্বীকার করেন, উপবাস করেন না, প্রার্থনা করেন না, ও এমন আলাপ ও সংসর্গ ভালবাসেন যা তত গঠনমূলক নয়: তেমন পুরোহিত কেমন করে নিজের দায়িত্ব যোগ্যরূপে পালন করতে পারবেন? এমন কেউ থাকতে পারেন যিনি এবিষয়ে উদ্বিগ্ন যে, সামসঙ্গীত আবৃত্তি করতে গিয়ে বা খ্রীষ্টযাগ উৎসর্গ করতে গিয়ে তাঁর মন শত শত চিন্তায় আক্রান্ত হয়। কিন্তু, জিজ্ঞাসা করি, সামসঙ্গীত আবৃত্তি-কালের আগে বা খ্রীষ্টযাগ উৎসর্গ করার আগে তিনি সাক্রেস্টি-ঘরে কেমন ব্যবহার করলেন, কেমন প্রস্তুতি নিলেন, আত্মার ধ্যানমগ্ন পরিবেশ রক্ষার জন্য কেমন উপায় অবলম্বন করলেন?

আপনি কি চান, আমি আপনাকে শেখাব কেমন করে সামসঙ্গীত আবৃত্তির উদ্দেশ্যে আপনার আন্তরিক মনোযোগ বৃদ্ধি করা যায়, বা কেমন করে আপনার প্রশংসাবাদ ঈশ্বরের অধিক গ্রহণযোগ্য করা যায়, বা কেমন করে পবিত্রতা-পথে অধিক অগ্রসর হওয়া যায়? তবে আমার কথা শুনুন। আপনার অন্তরে দিব্য প্রেমের কোন শিখা যদি ইতিমধ্যে জ্বলন্ত থাকে, তা অন্তর থেকে দূর করে দেবেন না, বাতাসের মুখেও তা দেবেন না। আপনার হৃদয়ের চুল্লি আটকিয়ে রাখুন যেন শীতল না হয় ও উত্তাপ না হারায়; অর্থাৎ কিনা বাজে চিন্তা যথাসাধ্য এড়ানো দরকার। আপনি ঈশ্বরের সঙ্গে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় থাকুন, নিষ্প্রয়োজন আলাপ এড়ান।

আপনার কর্তব্য কি বাণীপ্রচার ও শিক্ষাদান? তবে আপনার উচিত অধ্যয়নে রত থাকা ও সেই বিষয়েই মন দেওয়া যা তেমন দায়িত্ব উত্তমরূপে পালন করার জন্য আবশ্যক।

সর্বদাই সু-আদর্শ দান করুন, সবকিছুতে প্রথম হতে চেষ্টা করুন। সর্বাপেক্ষা জীবনাচরণ ও পবিত্রতার মধ্য দিয়েই প্রচার করা উচিত, যেন এমনটি না ঘটে যে, আপনার ব্যবহার আপনার উপদেশ-বিরুদ্ধ হওয়ায় আপনার সমস্ত বিশ্বাসযোগ্যতা লোপ পায়।

আপনি কি আত্মাদের কল্যাণ কর্মে নিযুক্ত? আপনি যেন এর জন্য নিজের কল্যাণ অবহেলা না করেন; তাছাড়া অপরের কাছে এমন মাত্রায় নিজেদের বিলিয়ে দিতে নেই যার ফলে আপনার জন্য আর কিছু থাকবে না। আপনি যাদের পালক, সেই আত্মাদের কথা অবশ্যই আপনার মনের সামনে থাকবে, কিন্তু তবুও নিজের কথা ভুলবেন না!

ভ্রাতৃগণ, একথা উপলব্ধি করা দরকার যে, আমাদের সকল ধর্মক্রিয়ার আগে, সেগুলো সম্পাদন কালে ও সেগুলোর শেষে উপস্থিত যে ধ্যান, যাজকশ্রেণীর সকল সভ্যদের পক্ষে সেই ধ্যানের চেয়ে আবশ্যক বস্তু নেই। নবী বলেন, *আমি গান করব, আমি ধ্যান করব।* ভাই, আপনি যদি সাক্রামেন্তগুলো সম্পাদন করেন, যা করেন সেবিষয় ধ্যান করুন। যদি খ্রীষ্টযাগ উৎসর্গ করেন, যা উৎসর্গ করছেন সেবিষয় ধ্যান করুন। যদি সামসঙ্গীত আবৃত্তি করেন, কার সঙ্গে ও কোন্ বিষয়ে কথা বলেন সেসম্বন্ধে ধ্যান করুন। যদি আত্মা পরিচালনা করেন, তারা যে কার রক্তে ধৌত হয়েছে সেবিষয় ধ্যান করুন; *আর তোমাদের মধ্যে সবকিছু যেন ভালবাসায় সাধিত হয়।* তাতে আমরা সম্মুখীন বাধা-বিঘ্ন সহজেই অতিক্রম করতে পারব—আর এ বাধা-বিঘ্ন প্রতিদিন অসংখ্য! অন্য দিকে এসব কিছু আমাদের হাতে ন্যস্ত কর্তব্যের দাবি। আমরা এভাবে ব্যবহার করলে সেই শক্তি লাভ করব যাতে নিজেদের অন্তরে ও পরের অন্তরেও খ্রীষ্টকে জন্ম দিতে পারি।

শ্লোক ১ তি ৬:১১; ৪:১১,১২,৬ দ্রঃ

℣ ধর্মনিষ্ঠা, ভক্তি, বিশ্বাস, ভালবাসা, নিষ্ঠতা, কোমলতা, এই সমস্তই হোক তোমার লক্ষ্য।
℟ এ কথাই প্রচার কর ও শেখাও; এবং ভক্তদের সামনে আদর্শবান হও।
℣ ভাইদের কাছে এই সমস্ত কথা উপস্থাপন করলে তুমি খ্রীষ্টযীশুর উত্তম সেবক হবে।
℟ এ কথাই প্রচার কর ও শেখাও; এবং ভক্তদের সামনে আদর্শবান হও।

৯ই নভেম্বর

লাতেরান মহাগির্জার প্রতিষ্ঠাদিবস

পর্ব

(বিজোড় বর্ষ) দ্বিতীয় পাঠ - সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি গির্জা প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে উপদেশ ৫

আজ প্রভুর গৃহের পর্বদিন,
ঈশ্বরের মন্দিরের পর্বদিন

ভ্রাতৃগণ, আজও আমরা একটি মহোৎসব পালন করছি—চমৎকার এ মহোৎসব! আর তোমরা যদি তা জানতে ইচ্ছা কর, তবে এ হল প্রভুর গৃহের, ঈশ্বরের মন্দিরের, শাশ্বতকালীন রাজার নগরীর, খ্রীষ্টের কনেরই মহোৎসব। আর কে সন্দেহ করবে যে ঈশ্বরের গৃহ পবিত্র? তার বিষয়ে লেখা আছে: *তোমার গৃহে পবিত্রতাই*

শোভা পায়। একই প্রকারে ঈশ্বরের মন্দিরও পবিত্র, ও ধর্মময়তার জন্য চমৎকার। কিন্তু যোহনও বলেন যে, তিনি পবিত্র নগরীর দর্শন পেলেন: *আমি দেখতে পেলাম, স্বর্গ থেকে, ঈশ্বর থেকেই নেমে আসছে সেই পবিত্র নগরী, সেই নতুন যেরুসালেম: সে আপন বরের জন্য সজ্জিতা কনের মত প্রস্তুত।*

তাই আমরা ঈশ্বরের গৃহের সন্ধান করছি; সেই মন্দির, সেই নগরী, সেই কনের অন্বেষণ করছি। আমি কিন্তু আসল কথাটা ভুলে যাইনি, কিন্তু ভয় ও সম্ভ্রমের সঙ্গেই ঘোষণা করি যে, আমরাই এসব কিছু! আবার বলছি, আমরাই এসবকিছু—কিন্তু ঈশ্বরের হৃদয়ে; আমরাই এসবকিছু—কিন্তু তাঁর প্রসন্নতায়, আমরা যে যোগ্য এর জন্য নয়। ঈশ্বরের যা, মানুষ যেন তা না দখল করে, নিজেকে গৌরবান্বিত করার যেন দুঃসাহস না করে, অন্যথা ঈশ্বর সেই মানুষকে তার আদি অবস্থায় ফিরিয়ে এনে সেই গর্বিতকে অবনমিত করবেন।

আর এ কথাও স্মরণে রাখ: তিনি আপন গৃহকে প্রার্থনার গৃহ বলে অভিহিত করেন।

এ কথাও নবীর সাক্ষ্যদানের সঙ্গে খুবই সম্পর্কযুক্ত বলে মনে হচ্ছে, কেননা তিনি বলেন, ঈশ্বর প্রার্থনাতেই আমাদের গ্রহণ করবেন যাতে *খাদ্যরূপে অশ্রুজলই* আমাদের খেতে দিতে পারেন ও *পূর্ণমাত্রায় অশ্রুজল* আমাদের পান করাতে পারেন। সুতরাং, নবীর বাণী অনুসারে, *এ গৃহে পবিত্রতা শোভা পায়,* কেননা তপস্যার অশ্রুর সঙ্গে শুচিতার শুভ্রতা সর্বদাই জড়িত, ফলে আগে যা গৃহ ছিল, পরে ঈশ্বরের মন্দিরও হয়ে ওঠে।

শাস্ত্রে বলে: *পবিত্র হও, কেননা আমি প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর পবিত্র।* আর প্রেরিতদূত বলেন, *তোমরা কি জান না যে, তোমাদের দেহ হল পবিত্র আত্মারই মন্দির, যিনি তোমাদের অন্তরে বিদ্যমান? কেউ যদি ঈশ্বরের সেই মন্দির ধ্বংস করে, তাহলে ঈশ্বর তাকে ধ্বংস করবেন।*

তবে কি, কেবল এ পবিত্রতাই যথেষ্ট? না, শান্তিও আবশ্যক, যেমনটি প্রেরিতদূত সাক্ষ্যদান করে বলেন: *সকলের সঙ্গে শান্তিতে থাকতে চেষ্টা কর; পবিত্রতারও অন্বেষণ কর, কেননা তা ছাড়া কেউই প্রভুকে দেখতে পাবে না।* কেননা তারই দ্বারা ভাইয়েরা একদেহ হয়ে একত্রে জীবন যাপন করে, ও আমাদের রাজার জন্য—সেই সত্যকার শান্তিরাজেরই জন্য এমন নতুন নগরী নির্মাণ করে যার নামও যেরুসালেম অর্থাৎ শান্তিদর্শন।

সুতরাং ভ্রাতৃগণ, মহান গৃহস্বামীর গৃহকে যখন তার খাদ্যের প্রাচুর্যের জন্যই চেনা হয়, ঈশ্বরের মন্দিরকে পবিত্রতার জন্য, সর্বোচ্চ রাজার নগরীকে জীবনের পারস্পরিক সহভাগিতার জন্য, অমর বরের কনেকে প্রেমেরই জন্য চেনা হয়, তখন আমি মনে করি যে যথেষ্ট সৎসাহসের সঙ্গে আমরা বলতে পারি: এ মহোৎসব আমাদেরই।

এ মহোৎসব যে এ পৃথিবীতে উদ্‌যাপিত হচ্ছে তাতে তোমরা বিস্মিত হয়ো না, কারণ স্বর্গেও পালিত হচ্ছে। কেননা স্বয়ং ঐশসত্য যা বলেন, তা সত্য না হয়ে পরে না; তিনি তো বলেন: *একজন পাপী মনপরিবর্তন করলে ঈশ্বরের দূতদের সামনে আনন্দ হয়।* তাহলে সেসময়ে সেই আনন্দ কতগুণেই না বৃদ্ধি পাবে যখন ততসংখ্যক পাপী মনপরিবর্তন করবে? সুতরাং এসো, ঈশ্বরের দূতদের আনন্দে আমরাও যোগ দিই, ঈশ্বরের আনন্দেই যোগ দিই, ও ধন্যবাদসূচক মনোভাবে এ মহোৎসব উদ্‌যাপন করি, কেননা মহোৎসব যতখানি আমাদের, ততখানি আমাদের প্রিয়ও হওয়া উচিত।

শ্লোক ইসা ২:২,৩; সাম ১২৬:৬ দ্রঃ

প্র পর্বতচূড়ায় নির্মিত হয়ে প্রভুর গৃহ যত উচ্চস্থানের ঊর্ধ্বে উত্তোলিত। সকল জাতি এসে বলবে:
উ প্রভু, তোমার গৌরব হোক!
প্র প্রথমফসল বইতে বইতে তারা আনন্দের সঙ্গে এসে বলবে:
উ প্রভু, তোমার গৌরব হোক!

বিকল্প **(জোড় বর্ষ)**

দ্বিতীয় পাঠ - আর্লের ধর্মপাল সাধু চেসারিউসের উপদেশাবলি **উপদেশ ২২৯:১-৩**

দীক্ষাস্নান গুণে আমরা ঈশ্বরের মন্দির হয়ে উঠেছি

প্রিয়তম ভাইবোনেরা, আমরা আজ আনন্দোল্লাসের সঙ্গে এ গির্জার জন্মতিথি পালন করছি: তবু ঈশ্বরের জীবন্ত ও সত্যকার মন্দির আমাদেরই হতে হবে। একথা নিঃসন্দেহে সত্যাশ্রয়ী বটে, অথচ খ্রীষ্টান দেশগুলো মাতৃগির্জার পর্বোৎসব পালন করার প্রথা মানে, কেননা তারা জানে যে ঠিক সেইখানে তারা আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে নবজন্ম লাভ করেছে।

প্রথম জন্মকালে আমরা তো ছিলাম ঈশ্বরের ঘৃণার পাত্র; দ্বিতীয় জন্মের ফলে আমরা করুণারই পাত্র হবার যোগ্য হয়ে উঠলাম। প্রিয়জনেরা, দীক্ষাস্নানের প্রাক্কালে আমরা সকলে ছিলাম শয়তানের মন্দির; দীক্ষাস্নানের ফলে খ্রীষ্টেরই মন্দির হবার যোগ্যতা লাভ করেছি। আমরা যদি আমাদের আত্মার পরিত্রাণ সম্বন্ধে একটু বেশি মনোযোগ দিয়ে চিন্তা করি, তাহলে খুব সহজে বুঝতে পারব যে, আমরা ঈশ্বরের প্রকৃত ও জীবন্ত মন্দির। *ঈশ্বর মানুষের হাতে নির্মাণ করা ঘরে বাস করেন না,* কাঠ বা পাথরের ঘরেও নয়। তিনি বরং স্বয়ং সর্বস্রষ্টার হাতে নিজ সাদৃশ্যে সৃষ্ট মানবাত্মার মধ্যেই বিশেষভাবে বাস করেন। মহান প্রেরিতদূত পল বলেন: *পবিত্রই ঈশ্বরের মন্দির—আর তোমরাই তো সেই মন্দির!* যেহেতু খ্রীষ্ট আপন আগমনে আমাদের অন্তরে নিজের জন্য একটা মন্দির প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে আমাদের হৃদয় থেকে শয়তানকে দূর করে দিলেন, সেজন্য আসুন, তাঁর সহায়তায় যথাসাধ্য চেষ্টা করি যাতে আমাদের দুরাচারের দরুন এ মন্দিরের কোন ক্ষতি না হয়। যে কেউ দুর্ব্যবহার করে, সে খ্রীষ্টকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে। যেমনটি আগে বলেছি, খ্রীষ্ট আমাদের মুক্তি দেবার আগে আমরা তো শয়তানের আবাস ছিলাম। পরবর্তীতে তিনি আপন প্রসন্নতায় আমাদের তাঁর আপন আবাসরূপে গড়ে তুললেন বিধায়ই আমরা ঈশ্বরের আবাস হবার যোগ্য হয়ে উঠলাম।

তাই, প্রিয় ভাইবোনেরা, আমরা যদি আনন্দের সঙ্গে আমাদের গির্জার জন্মতিথি পালন করতে ইচ্ছা করি, তাহলে যেন ঈশ্বরের জীবন্ত মন্দিরকে আমাদের দুরাচারের দরুন ধ্বংস না করি। এখন আমি এমনভাবে কথা বলব সকলে যেন আমার কথা বুঝতে পারে: যতবার আমরা গির্জায় আসি, ততবার আমাদের মানবাত্মা এমন অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করতে হবে ঠিক যেভাবে ঈশ্বরের মন্দির অলঙ্কৃতই দেখতে চাই। তুমি কি মহামন্দিরটা উজ্জ্বল দেখতে চাও? তাহলে নিজের আত্মাকে পাপের কালিমায় কলঙ্কিত করবে না। তুমি যদি চাও মহামন্দির আলোতে উদ্ভাসিত হবে, তাহলে মনে রেখ যে ঈশ্বরও চান তোমার আত্মায় অন্ধকার থাকবে না। প্রভুর বাণী অনুসারে তুমি বরং এমনটি কর, যেন তোমার আত্মায় সৎকর্মেরই আলোর উদ্ভাস হয়, স্বর্গে যিনি থাকেন তাঁর যেন গৌরব হয়। তুমি যেমন এ গির্জায় প্রবেশ কর, ঈশ্বরও তেমনি তোমার আত্মায় প্রবেশ করতে চান। তিনি নিজেই একথা ইঙ্গিত করেছিলেন যখন একদিন বলেছিলেন: *আমি তাদের মাঝখানে আমার আপন আবাস স্থাপন করব, তাদের মধ্যে গমনাগমন করব।*

শ্লোক ইসা ২:২,৩; সাম ১২৬:৬ দ্রঃ

℟ পর্বতচূড়ায় নির্মিত হয়ে প্রভুর গৃহ যত উচ্চস্থানের ঊর্ধ্বে উন্নীত হোক। সকল জাতি এসে বলবে:
℣ প্রভু, তোমার গৌরব হোক!
℟ প্রথমফসল বইতে বইতে তারা আনন্দের সঙ্গে এসে বলবে:
℣ প্রভু, তোমার গৌরব হোক!

১০ই নভেম্বর

মহাপ্রাণ লিও, পোপ ও আচার্য

স্মরণ

দ্বিতীয় পাঠ - মহাপ্রাণ সাধু লিওর উপদেশাবলি **উপদেশ ৪**

আমাদের সেবাকর্মের বিশেষ সেবা

ঈশ্বরের গোটা মণ্ডলী বিশেষ বিশেষ শ্রেণী অনুসারেই সুবিন্যস্ত, যাতে গোটা পুণ্য দেহ বিশেষ বিশেষ অঙ্গ

নিয়ে গঠিত হয়। তথাপি—প্রেরিতদূত যেমনটি বলেন—*আমরা সকলে খ্রীষ্টে এক।* নানা ভূমিকা যে বিভক্ত, তা এমন বাধা সৃষ্টি করার কথা নয় যার ফলে এক একটা অঙ্গ যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন মাথার সঙ্গে সংযুক্ত হতে বিঘ্নিত হয়। সুতরাং, বিশ্বাসের ও দীক্ষাস্নানের ঐক্য গুণে আমাদের সকলের মধ্যে, হে প্রিয়জনেরা, অবিচ্ছেদ্য সাহচর্য ও সাধারণ মর্যাদা বিরাজ করে, ঠিক যেভাবে ধন্য প্রেরিতদূত পিতরের পুণ্য কণ্ঠ ঘোষণা করে: *তোমরাও জীবন্ত প্রস্তরেরই মত, এক পবিত্র যাজকত্বের উদ্দেশে এক আত্মিক গৃহরূপে নির্মিত হচ্ছ, যেন যীশুখ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য আত্মিক বলি উৎসর্গ করতে পার;* এরপর তিনি বলে চলেন, *তোমরা কিন্তু এক মনোনীত বংশ, এক রাজকীয় যাজকসমাজ, এক পবিত্র জনগণ, এমন এক জাতি যাকে ঈশ্বর নিজেরই জন্য কিনেছেন।*

কেননা যারা খ্রীষ্টে নবজন্ম নিয়েছে, ক্রুশচিহ্ন তাদের সকলকে রাজা করে তোলে ও পবিত্র আত্মার তৈলাভিষেক তাদের সকলকে যাজক করে প্রতিষ্ঠিত করে; যাতে আমাদের সেবাকর্মের বিশেষ সেবার কথা ছাড়া সকল আধ্যাত্মিক ও চেতনাপ্রাপ্ত খ্রীষ্টভক্ত জেনে নিতে পারে যে, তারা রাজবংশের ও যাজকীয় ভূমিকার সহভাগী। কেননা ঈশ্বরের অধীন যে আত্মা, সেই আত্মাই যে নিজের দেহের শাসক, এর মত রাজকীয় কীবা আছে? আর প্রভুর কাছে শুচি অন্তরকে নিবেদন করা ও হৃদয়-বেদির উপরে ভক্তির নিষ্কলঙ্ক বলি উৎসর্গ করা, এর মত যাজকীয় কীবা আছে? ঈশ্বরের অনুগ্রহে এসব কিছুর উপর সকলেরই সমান অধিকার; তথাপি আমাদের পোপ-নিয়োগ বার্ষিকী উপলক্ষে ঠিক যেন তোমাদের নিজেদেরই সম্মানের জন্য আনন্দ প্রকাশ করা তোমাদের পক্ষে সত্যিই ধর্মসম্মত ও প্রশংসনীয়, যাতে মণ্ডলীর গোটা দেহে পোপ-পদের সেই অনন্য মর্যাদা উদ্‌যাপিত হয় যা আশীর্বাদের তৈলাভিষেক গুণে উচ্চতর শ্রেণীর উপরেই নিশ্চয় অধিক প্রচুরভাবে ঝরে পড়ল, কিন্তু নিম্নতর শ্রেণীর মধ্যেও যথেষ্ট পরিমাণে পড়ে।

এজন্য, প্রিয়জনেরা, যদিও আমাদের এ পুণ্যাসন-ভূমিকার সঙ্গে সহভাগিতা হচ্ছে আমাদের মহা আনন্দের কারণ, তথাপি আনন্দের অধিক সত্যকার ও মহত্তর কারণ এ হবে, যদি তোমরা আমাদের ক্ষুদ্রতার বিষয় নিয়ে কাল বিলম্ব না কর, কেননা পরমধন্য প্রেরিতদূত পিতরের গৌরব দর্শনে মন উত্তোলন করাই এর চেয়ে উপযোগী ও যোগ্যতর ব্যাপার। অতএব এ গৌরবময় দিন সেই ধন্য পিতরেরই কথা স্মরণে উদ্‌যাপিত হোক, যিনি সকল অনুগ্রহদানের আসল উৎস দ্বারা এমন অপর্যাপ্ত জলসিঞ্চনে প্লাবিত হলেন, যার ফলে তিনিই বহু অধিকারের একমাত্র পাত্র হলেও তবু তাঁর সহভাগিতায় ছাড়া সেগুলোর একটাও কারও কাছে হস্তান্তরিত হয়নি। মানুষ-হওয়া-বাণী ইতিমধ্যে আমাদের মধ্যে বাস করে গেছিলেন, খ্রীষ্টও ইতিমধ্যে মানবজাতির মুক্তিদানের উদ্দেশ্যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে দান করে গেছিলেন।

শ্লোক মথি ১৬:১৮; সাম ৪৮:৯

প্র যীশু সিমোনকে বললেন: তুমি পিতর, আর এই শৈলের উপরে আমি আমার জনমণ্ডলী গেঁথে তুলব,
উ আর পাতালের দ্বার তার উপরে কখনও বিজয়ী হবে না।
প্র ঈশ্বর নিজেই তা স্থাপন করলেন চিরকালের মত।
উ আর পাতালের দ্বার তার উপরে কখনও বিজয়ী হবে না।

১১ই নভেম্বর

তুরের ধর্মপাল সাধু মার্টিন

পর্ব

প্রথম পাঠ - ইসা ৫৮:৬-১১

তুমি ক্ষুধিতের সঙ্গে তোমার খাবার ভাগ করে নিলে
তবে তোমার আলো উষার মত উজ্জ্বল প্রকাশ পাবে

অন্যায্যতার গিঁট খুলে দেওয়া,
জোয়ালের বন্ধন মুক্ত করা,

অত্যাচারিতকে স্বাধীন করে ছেড়ে দেওয়া,
যত জোয়াল ছিন্ন করা—এ কি আমার সন্তোষজনক উপবাস নয়?
ক্ষুধিতের সঙ্গে তোমার খাবার ভাগ করে নেওয়া,
গৃহহীন দীনহীনকে আশ্রয় দেওয়া,
উলঙ্গকে দেখলে তাকে বস্ত্র পরিয়ে দেওয়া,
তোমার আপন জাতির মানুষের প্রতি বিমুখ না হওয়া—এও কি নয়?
তবেই তোমার আলো উষার মত উজ্জ্বল প্রকাশ পাবে,
তোমার ক্ষত শীঘ্রই সেরে উঠবে!
তোমার আগে আগে ধর্মময়তা চলবে,
আর প্রভুর গৌরব তোমার পিছু পিছু চলবে।
তখন তুমি ডাকবে আর প্রভু সাড়া দেবেন;
তুমি চিৎকার করবে আর তিনি বলবেন: 'এই যে আমি!'
তোমার মধ্য থেকে যদি জোয়াল, অঙুলিতর্জন ও শঠতাপূর্ণ কথন দূর করে দাও,
যদি ক্ষুধিতের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দাও,
যদি দুঃখীর অভাব মিটিয়ে দাও,
তবে অন্ধকারের মধ্যে তোমার আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে,
তোমার তমসা মধ্যাহ্নের মত হবে।
প্রভু তোমাকে নিত্যই চালনা করবেন,
দগ্ধ ভূমিতে তোমার প্রাণ পরিতৃপ্ত করবেন,
তোমার হাড় পুনরুজ্জীবিত করে তুলবেন,
আর তুমি জলসিক্ত উদ্যানের মত হবে,
এমন উৎসধারার মত হবে,
যার জল কখনও শুষ্ক হয় না।

শ্লোক সাম ১১২:৫,৬,৯,৪

℣ যে দয়া করে, যে করে ঋণদান, তার মঙ্গল হয়, সে ন্যায়ের সঙ্গে কাজ সম্পাদন করে। সে কখনও টলবে না,
℟ নিঃস্বকে সে মুক্তহস্তে দান করে, তার ধর্মময়তা চিরস্থায়ী।
℣ ন্যায়নিষ্ঠদের জন্য সে যেন অন্ধকারে আলোর উদ্ভাস, সে দয়াবান, স্নেহশীল, ধর্মময়।
℟ নিঃস্বকে সে মুক্তহস্তে দান করে, তার ধর্মময়তা চিরস্থায়ী।

(ক বর্ষ) দ্বিতীয় পাঠ - সুল্পিচিউস সেভেরুসের পত্রাবলি **পত্র ৩**

মার্টিন খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন

মার্টিন পান্নোনিয়ায় সাবারিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু ইতালিতে পাভিয়া শহরে মানুষ হন। তাঁর পিতামাতা সংসারের চোখে ছিলেন যথেষ্ট উচ্চশ্রেণীর মানুষ, তবু বিধর্মী। তাঁর পিতা সাধারণ সৈন্য-পর্যায় থেকে সামরিক সেনাপতি পদে উত্তীর্ণ হন। যৌবনকালে মার্টিন নিজেও সৈন্য ছিলেন, এবং আগে রাজা কনস্তান্তাইন ও তারপরে সীজার জুলিয়েনের অধীনে রাজকীয় সেরা সেনাদলে নিযুক্ত হন। কিন্তু সৈন্যরূপে রাজাদের তেমন সেবা করা তাঁর নিজের ইচ্ছা ছিল না, কেননা এ অসাধারণ যুবক প্রায় বাল্যকাল থেকেই ঈশ্বরেরই সেবা করতে বাসনা করছিলেন। দশ বছর বয়সে তিনি পিতামাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটি গির্জায় গিয়ে দীক্ষাপ্রার্থী হতে আবেদন জানান। তাছাড়া তিনি প্রায়ই মঠ ও গির্জার কথাই ভাবছিলেন; এমনকি বাল্যকালে তিনি এমন জীবনের স্বপ্ন দেখেছিলেন যা একদিন তাঁর প্রকৃত জীবন হওয়ার কথা ছিল। দীক্ষাস্নানের পূর্ববর্তী যে তিন বছর সৈনিক-জীবন কাটান, মার্টিন সেই সমস্ত রিপু থেকে নিজেকে অক্ষুণ্ন রাখেন যে রিপুতে সেই পেশার

মানুষ নিজেদের সাধারণত কলুষিত করে। আপন সহ-সৈন্যদের প্রতি তিনি মহাদয়া ও প্রাঞ্জল ভালবাসা দেখান, একইসময়ে তাঁর সহিষ্ণুতা ও বিনম্রতা মানব-স্বভাবের সাধারণ সীমাও অতিক্রম করে। তিনি যে কত আত্মসংযমী, একথার প্রশংসা না করলেও চলে, কেননা সেসময়ও তিনি সৈন্যের চেয়ে সন্ন্যাসী বলে পরিগণিত ছিলেন।

এক বছর শীতকালের আবহাওয়া এমন কঠোর হয় যে, বহু লোক শীতে মারা যায়; সে শীতকালে একদিন এমনটি ঘটল যে, আমিয়েঁ নগরদ্বারে মার্টিন পথ চলতে চলতে এমন হতভাগা এক ব্যক্তিকে দেখেন যাকে বস্ত্রহীন বলা চলে। লোকটা পথিকদের কাছে বহুক্ষণ ধরেই একটু দয়ার জন্য যাচ্না করে যাচ্ছিল, কিন্তু সকলেই তার করুণ অবস্থার প্রতি মমতাটুকুও দেখাচ্ছিল না। মার্টিনের ছিল কেবল অস্ত্র ও সৈন্য-পোশাক। কিন্তু ঈশ্বরে পরিপূর্ণ মানুষ হওয়ায় তিনি অনুভব করেন যে, অপরে যে দয়া দেখায় না, সেই দয়া দেখানো তাঁর নিজেরই কর্তব্য। কিন্তু কী করব? নিজের পোশাক ছাড়া কাছে আর কোন বস্ত্র নেই, কেননা ইতিমধ্যে অন্যদের সাহায্য করার জন্য বাকি সবকিছু বিলি করে দিয়েছিলেন। তাই তিনি খড়্গ কোষমুক্ত করে নিজের আলোয়ান দু'ভাগে বিভক্ত করে এক ভাগ হতভাগাকে দেন আর অপর ভাগটা নিজে পরিধান করেন। তাতে উপস্থিত লোকদের বেশ কয়েকজন হাসতে লাগে, কেননা সেই আধ আলোয়ানে তাঁকে যথেষ্ট অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। তবু বুদ্ধিসম্পন্ন অনেকে এতেই দুঃখ করল যে, তারা নিজেরাই তা করেনি, আর বিশেষভাবে এ কারণেই যে, মার্টিনের চেয়ে তাদের বহু কাপড় থাকায় নিজেদের বিবস্ত্র না করেও সেই হতভাগাকে কাপড় পরাতে পারত।

পরদিন রাত্রিবেলায় মার্টিন ঘুমাচ্ছেন, এমন সময় তিনি দেখেন, হতভাগাকে যে আধ আলোয়ান তিনি দিয়েছিলেন, সেই আধ আলোয়ানে পরিবৃত খ্রীষ্ট তাঁর সামনে উপস্থিত। কে যেন তাঁকে বলছেন, তিনি যেন প্রভুর উপর চোখ নিবদ্ধ রাখেন ও সেই দান করা আলোয়ান চিনে নেন। তারপর তিনি যীশুকে দূতবাহিনীর কাছে উদাত্ত কণ্ঠে একথা বলতে শোনেন: 'মার্টিন দীক্ষাপ্রার্থী-মাত্র হয়েও, আপন আলোয়ানের একটি অংশ ছিঁড়ে আমার গায়ে জড়িয়ে দিল।' তিনি নিজে একসময় এই যে কথা বলেছিলেন, *আমার এই ক্ষুদ্রতম ভাইদের একজনেরও জন্য যা কিছু করেছ, তা আমারই জন্য করেছ,* সেই কথা স্মরণ করে প্রভু ঘোষণা করলেন যে, সেই হতভাগার মধ্য দিয়ে তাঁকেই কাপড় পরানো হয়েছে, ও নিজের কথার অতিরিক্ত প্রমাণস্বরূপ তিনি নিজে সেই আধ আলোয়ানে পরিবৃত হয়ে দেখা দিলেন যা সেই হতভাগা গ্রহণ করেছিল। তেমন ঐশদর্শন লাভের ফলে মার্টিন গর্বে স্ফীত হননি, বরং যা করেছিলেন তাতে প্রতিবিম্বের মত ঈশ্বরের মঙ্গলময়তাই দেখলেন, আর তাঁর বয়স আঠারো বছর হওয়ায় তিনি দীক্ষাস্নান গ্রহণ করতে শীঘ্রই অগ্রসর হলেন।

শ্লোক

℟ আহা, হে সত্যিই ধন্য পুরুষ, যাঁর মুখ থেকে পাপ কথা কখনও বের হয়নি: তুমি কারও বিচার করনি, কাউকে দণ্ডিতও করনি।
℣ তাঁর হৃদয়ে কেবল ভক্তি, শান্তি ও করুণা বিরাজ করত।
℟ আহা, কেমন পুরুষ, যাঁর মাহাত্ম্য সত্যিই বলার অতীত! তিনি তো পরিশ্রমে অপরাজিত, মৃত্যুতে অপরাজেয়: মৃত্যুকেও ভয় করেননি, জীবনকেও অস্বীকার করেননি।
℣ তাঁর হৃদয়ে কেবল ভক্তি, শান্তি ও করুণা বিরাজ করত।

***বিকল্প* (খ বর্ষ)**

দ্বিতীয় পাঠ - সুল্পিচিউস সেভেরুসের পত্রাবলি **পত্র ৩**

ধর্মপাল পদে নিযুক্ত মার্টিন

তুরের মণ্ডলী মার্টিনকে নিজের ধর্মপাল বলে চাচ্ছিল, কিন্তু মঠ থেকে তাঁকে কেড়ে নেওয়া সহজ ব্যাপার ছিল না। তাই নাগরিকদের মধ্যে রুরিচুস নামক একজন লোক নিজ স্ত্রী রোগপীড়িতা এই ভান করে মার্টিনের পায়ে লুটিয়ে পড়ে তাঁকে মঠ ছেড়ে নিজের ঘরে আসতে সম্মত করেন। ইতিমধ্যে এক দল নাগরিক পথের ধারে স্থান নিয়েছিল যার ফলে মার্টিনকে কেমন যেন প্রায় বন্দির মতই নগরীতে আনা হয়। আশ্চর্যের ব্যাপার, ভোট দেবার

উদ্দেশ্যে কেবল তুর থেকে নয়, পার্শ্ববর্তী নগরগুলো থেকেও এমন অসংখ্য লোকের ভিড় সমবেত হয়েছিল যা বিশ্বাস করা যায় না। তাদের সকলের এক ইচ্ছা, এক বাসনা, এক মত: মার্টিন-ই ধর্মপাল-পদে নিযুক্ত হওয়ার সবচেয়ে যোগ্যতম ব্যক্তি, ও তেমন যাজক পেলে মণ্ডলী ধন্য হবে।

ধর্মপাল ভূমিকা পালনে মার্টিন কেমন আদর্শ দেখান, তেমন উপযুক্ত বর্ণনা দেওয়া আমার সাধ্যের অতীত। তিনি আগে যেমন ছিলেন এখনও অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ঠিক তেমনি হয়ে থাকলেন। হ্যাঁ, আগের মত তাঁর হৃদয় অধিক বিনম্র, ও আগের মত তাঁর কাপড় অতিসাধারণ হয়ে রইল। ধর্মপাল ভূমিকা তিনি মহা অধিকার ও শালীনতার সঙ্গে পালন করেন, একইসময়ে সন্ন্যাসসুলভ জীবনধারণ ত্যাগ করেননি, সদ্‌গুণ চর্চাও বর্জন করেননি। কয়েক বছর ধরে তিনি গির্জায় সংলগ্ন ছোট্ট একটা কক্ষে বাস করেন; পরবর্তীতে কিন্তু অতিরিক্ত লোকদের অবিরত আসা-যাওয়া-জনিত বিরক্তিকর অবস্থার ফলে তিনি তুর থেকে তিন কিলোমিটার দূরে নিজের জন্য একটা মঠ স্থাপন করেন: জায়গাটা এমন নিরিবিলিতে অবস্থিত যা নির্জন প্রান্তরের মত।

সেখানে মার্টিন একটা ছোট্ট কাঠের ঘরে বাস করতেন, আর ভাইদের কয়েকজনও তাই করেন, কিন্তু বেশির ভাগ সন্ন্যাসী মঠ-সংলগ্ন পাহাড়ের মধ্যে নিজেদের জন্য গুহা খনন করে সেইখানে থাকতেন। তেমন ধন্য গুরুর আদর্শের অনুসারী প্রায় আশিজন শিষ্যই তখন সেখানে উপস্থিত। নিজস্ব বলতে কারও কিছুই ছিল না, কিন্তু সবকিছুই সাধারণ ভাণ্ডারে রাখা হত; উপরন্তু, তাঁদের কিছুই কেনার বা বিক্রি করার অনুমতি ছিল না। কোন শিল্প চর্চা করা হত না, কেবল পুস্তক-কোপি, এমনকি যুবক সন্ন্যাসীদেরই শুধু একাজে নিয়োগ করা হত; বাকি সকলে প্রার্থনায় রত হয়ে সময় অতিবাহিত করতেন। প্রার্থনা-গৃহে সকলেই সমবেত হওয়ার সময় ছাড়া কেউই নিজ কক্ষ কখনও ছাড়তেন না।

মার্টিনের আসার আগে সেই অঞ্চলে স্বল্পসংখ্যক লোক, এমনকি প্রায় কেউই নয়, খ্রীষ্টনাম গ্রহণ করেছিল, কিন্তু মার্টিনের সদ্‌গুণাবলি ও জীবনাদর্শ গুণে খ্রীষ্টনাম সে অঞ্চলে এমন পরিমাণে রাষ্ট্র হয়েছিল যে, সর্বস্থানেই সকল গির্জায় ও মঠে লোকের ভিড় জমেছিল। কেননা মার্টিন যখন বিধর্মী মন্দির ধ্বংস করতেন, তখন সেই স্থানে সঙ্গে সঙ্গে গির্জা বা মঠ নির্মাণ করতেন।

মার্টিন এমন নিরাময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন যে, রোগপীড়িত কোন ব্যক্তি তাঁর কাছে গেলেই সাধারণত সুস্থতা ফিরে পেত। তিনি যে ক্রোধান্বিত বা উত্তেজিত, কিংবা যে বিলাপ করেন বা হাসেন, তেমন দৃশ্য কেউই কখনও দেখতে পায়নি। তিনি সবসময় একই রকম ছিলেন, আর যে স্বর্গীয় সুখ তাঁর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করত, তা তাঁকে মানবশ্রেণীর ঊর্ধ্বতর পর্যায়ের প্রাণী করে তুলত। খ্রীষ্ট, এ শব্দ ছাড়া তাঁর মুখে অন্য শব্দ ছিল না; আর তাঁর হৃদয়ে কেবল ভক্তি, শান্তি ও করুণা বিরাজ করত।

শ্লোক

প্র আহা, হে সত্যিই ধন্য পুরুষ, যাঁর মুখ থেকে পাপ কথা কখনও বের হয়নি: তুমি কারও বিচার করনি, কাউকে দণ্ডিতও করনি।
উ তাঁর হৃদয়ে কেবল ভক্তি, শান্তি ও করুণা বিরাজ করত।
প্র আহা, কেমন পুরুষ, যাঁর মাহাত্ম্য সত্যিই বলার অতীত! তিনি তো পরিশ্রমে অপরাজিত, মৃত্যুতে অপরাজেয়: মৃত্যুকেও ভয় করেননি, জীবনকেও অস্বীকার করেননি।
উ তাঁর হৃদয়ে কেবল ভক্তি, শান্তি ও করুণা বিরাজ করত।

***বিকল্প* (গ বর্ষ)**

দ্বিতীয় পাঠ - সুল্পিচিউস সেভেরুসের পত্রাবলি **পত্র ৩**

মার্টিনের শেষ দিন

মার্টিন আপন মৃত্যুর দিন অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি ভাইদের বললেন শীঘ্রই তাঁর মৃত্যু হবে। ইতিমধ্যে একটা জরুরী ব্যাপারের জন্য তাঁর কান্দেস্‌ ধর্মপ্রদেশে যাবার প্রয়োজন হল। সেখানকার যাজকবর্গের মধ্যে অমিল দেখা দিয়েছিল ও মার্টিন তাঁর বাঁচবার অল্পদিন মাত্র বাকি রয়েছে জেনেও তবু শান্তি

পুনঃপ্রতিষ্ঠা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কারণের জন্য ভ্রমণ করতে দ্বিধাবোধ করেননি। তিনি মনে করছিলেন, সেই মণ্ডলীতে মিল পুনরায় স্থাপন করতে পারলে তবে মঙ্গলের জন্য নিবেদিত তাঁর নিজের জীবনকে উপযুক্তভাবেই শেষ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করতে পারবেন।

তাই তিনি কিছুকালের মত সেই স্থানীয় মণ্ডলীতে থাকলেন যতক্ষণ না শান্তি ফিরে এল। এবার মঠে ফিরবেন, তিনি এ সিদ্ধান্ত নিচ্ছিলেন এমন সময় সহসা টের পেলেন শারীরিক শক্তি তাঁকে ত্যাগ করছে। তাই ভাইদের কাছে ডেকে সংবাদ দিলেন যে মৃত্যু এবার আসন্ন। কথাটা শুনে সকলের গভীর দুঃখ হল, ও চোখের জল ফেলতে ফেলতে সকলে একসুরেই যেন বলছিলেন, ‘হায় হায় পিতা, কেন তুমি আমাদের ত্যাগ করছ? দেখ আমরা কতই না অবসন্ন; কার্ হাতেই বা তুমি আমাদের একা রেখে চলে যাচ্ছ? শিকারললুপ নেকড়ে তোমার এ পালকে আক্রমণ করবে! একবার পালক আঘাতগ্রস্ত হলে তখন তাদের কামড় থেকে কে আমাদের রক্ষা করবে? আমরা তো ভাল করেই জানি যে তুমি খ্রীষ্টের সঙ্গে থাকতে ইচ্ছা কর, কিন্তু তোমার পুরস্কার গচ্ছিতই রয়েছে; সময় কাটলেও তা হ্রাস পাবে না। তাই তুমি বরং এই আমাদেরই প্রতি সহানুভূতি দেখাও, এই আমাদের, যাদের এজগতে একা ছেড়ে তুমি চলে যাচ্ছ।’

ঐশপ্রেরণায় ধনবান এই মহাপুরুষের অন্তর সবসময় খুবই সহজে আর্দ্রসিক্ত হত; এবারও উপস্থিত সকলের অশ্রুজল দেখে তাঁর অন্তর এমন বিগলিত হয়ে গেল যে, তিনিও সকলের সঙ্গে চোখের জল ফেলতে লাগলেন ও প্রভুকে উদ্দেশ করে অশ্রুপূর্ণ সকলের সামনে একথা বললেন: ‘প্রভু, যদি এখনও তোমার জনগণের জন্য আমার উপস্থিতির প্রয়োজন হয়, তাহলে আমি এ পরিশ্রমও অস্বীকার করব না: তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক।’

আহা, কেমন পুরুষ, যাঁর মাহাত্ম্য সত্যিই বলার অতীত! তিনি তো পরিশ্রমে অপরাজিত, মৃত্যুতে অপরাজেয়: কোন মতেই নিজের ইচ্ছার কথা না মেনে তিনি মৃত্যুকেও ভয় করেননি, জীবনকেও অস্বীকার করেননি। তাঁর চোখ ও হাত দু'টো স্বর্গের দিকে নিত্যই উত্তোলিত ছিল, তাঁর অপরাজিত প্রাণ প্রার্থনা থেকে কখনও বিরত হয়নি। যে যে যাজক এসে তাঁর পাশে সমবেত ছিলেন, তাঁকে তাঁরা অনুরোধ করছিলেন তিনি যেন পাশ ফিরে দুর্বল দেহকে একটু আরাম দেন। তিনি কিন্তু উত্তর দিলেন: ‘ভাই, তোমরা আমাকে মর্তের চেয়ে স্বর্গেরই দিকে তাকাতে দাও, যাতে আমার এ আত্মা যা প্রভুর কাছে আরোহণ করতে যাচ্ছে, তা যেন আগে থেকেই সঠিক পথে থাকতে পারে।’ একথা বলে তিনি হঠাৎ অনুভব করলেন, শয়তান কাছে কাছে উপস্থিত। তাই তিনি বলে উঠলেন: ‘ওহে রক্তলোভী পশু, এখানে কী করছ? সর্বনাশের সাধক! আমার মধ্যে কিছুই খুঁজে পেতে পারবে না! আব্রাহামেরই বুক আমাকে গ্রহণ করে নিচ্ছে।’ একথা বলতে বলতেই তিনি ঈশ্বরের হাতে প্রাণ সঁপে দিলেন। মার্টিন আনন্দের মধ্যে আব্রাহামের দিকে আরোহণ করছেন। দরিদ্র ও বিনম্র মার্টিন ধনবান হয়ে স্বর্গধামে প্রবেশ করছেন।

শ্লোক

℟ আহা, হে সত্যিই ধন্য পুরুষ, যাঁর মুখ থেকে পাপ কথা কখনও বের হয়নি: তুমি কারও বিচার করনি, কাউকে দণ্ডিতও করনি।
℣ তাঁর হৃদয়ে কেবল ভক্তি, শান্তি ও করুণা বিরাজ করত।
℟ আহা, কেমন পুরুষ, যাঁর মাহাত্ম্য সত্যিই বলার অতীত! তিনি তো পরিশ্রমে অপরাজিত, মৃত্যুতে অপরাজেয়: মৃত্যুকেও ভয় করেননি, জীবনকেও অস্বীকার করেননি।
℣ তাঁর হৃদয়ে কেবল ভক্তি, শান্তি ও করুণা বিরাজ করত।

১২ই নভেম্বর

স্তুদিওর সাধু থেওদরস, মঠাধ্যক্ষ

দ্বিতীয় পাঠ - সন্ন্যাসী মাইকেল-লিখিত ‘স্তুদিওর সাধু থেওদরসের জীবনী **১২৮শ অধ্যায়**

আপন সন্ন্যাসীদের কাছে থেওদরসের বিদায়-বাণী

ফাদার ও ব্রাদার সকল, তোমরা তো দেখতে পাচ্ছ, আমি আমার জীবনের সেই শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি,

হ্যাঁ, সবসময়ই যার প্রত্যাশায় ছিলাম। তেমন পানপাত্র সকলেরই নিয়তি, যদিও কেউ কেউ আগে আর কেউ কেউ পরেই তা থেকে পান করে।

কেননা আমরা যখন এজীবনে পদার্পণ করেছি, তখন তার সমাপ্তিও আমাদের গ্রহণ করে নিতে হয়, যেমনটি আমাদের উত্তম প্রভু নির্দেশ করেছেন : যারা জীবন ভোগ করে, মৃত্যুকেও তাদের ভোগ করতে হবে।

আমারও অন্যান্য সকলের সেই একই পথ ধরে সেইখানে যাওয়া আবশ্যক, যেখানে আমার পূর্বপুরুষেরা ইতিমধ্যে গেছেন, যেখানে অনন্ত জীবনকে এমনকি আমার স্বয়ং ঈশ্বর প্রভুকেই ভোগ করব যাঁকে আমার প্রাণ সর্বদাই ভালবেসেছে, আমার হৃদয় যাঁকে সর্বদাই বাসনা করেছে, ত্রুটিপূর্ণ হয়েও আমি যাঁর দাস বলে অভিহিত হয়েছি, যাঁর চরণে আমার সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছি।

তোমরা কিন্তু, সন্তান আমার, গৃহীত নিয়ম-কানুন পালন করে ও তোমাদের বিশ্বাসের সঙ্গে তোমাদের জীবনকেও অকলঙ্কিত রেখে আমাদের প্রচারিত ধর্মশিক্ষায় স্থিতমূল থাক। অকলঙ্কিত জীবন ও বিশ্বাস—দু'টোই দরকার, তোমরা যদি ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য প্রীতির পাত্র হতে ইচ্ছা কর।

তোমরা তো জান, তোমাদের কাছে সত্য প্রচার করায় আমি কোন বিষয়ে নিজেকে রেহাই দিইনি, বরং প্রকাশ্যে ও ব্যক্তিগতভাবে মঙ্গল পথ সকলকেই দেখিয়েছি। ঈশ্বর করুন, এ সমস্ত সত্য যেন তোমাদের অন্তরে সর্বদাই স্থিতমূল থাকে!

আমার পক্ষ থেকে আমি তোমাদের প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমার ক্ষুদ্রতায় আমি যদি প্রভুর সেই দিনে প্রত্যাশিত পুরস্কার পাই, তাহলে তোমাদের জন্য প্রার্থনা ও মিনতি অবিরতই নিবেদন করব, তোমরাও যেন সদ্‌গুণ পথে নিত্যই অগ্রসর হতে পার, ও এ মঠ যেন অধিকতর বৃদ্ধি পেতে পারে।

আমি তোমাদের এক একজনকে, একজনের পর অপরজনকেই আমার সঙ্গে তুলে নিয়ে জীবনময় ঈশ্বরের কাছে অর্পণ করব।

যারা এখন অনুপস্থিত, সেই সকল ফাদারের কাছে আমার নিজের কথা দ্বারাই আমার শ্রদ্ধা জানাও।

সকল ধর্মপাল ও পুরোহিতবর্গের কাছেও আমার শ্রদ্ধা জানাও—এক একজনের পদমর্যাদা অনুযায়ী ভাষা ব্যবহার ক'রে।

সর্বত্রই বিস্তৃত সকল ব্রাদারের কাছে, ও যারা বিশ্বাস ও জীবনের একই সাক্ষ্যদানে নিষ্ঠাবান থাকবে, তাদের সকলের কাছে আমার এ বিদায়-বাণী প্রেরণ কর।

শ্লোক ১ পি ১:২২; ৩:৮

℣ সত্যের প্রতি বাধ্যতা গুণে অকপট ভ্রাতৃপ্রেমের উদ্দেশ্যে নিজেদের প্রাণ নির্মল করেছ বলে
℟ তোমরা শুদ্ধ হৃদয়ে পরস্পরকে মনে প্রাণে ভালবাস।
℣ তোমরা সকলে হয়ে ওঠ একপ্রাণ, সমব্যথী, ভ্রাতৃপ্রেমী, করুণাময়, নম্রচিত্ত।
℟ তোমরা শুদ্ধ হৃদয়ে পরস্পরকে মনে প্রাণে ভালবাস।

একই দিন ১২ই নভেম্বর

সাধু যোসাফাৎ, ধর্মপাল ও সাক্ষ্যমর

স্মরণ

দ্বিতীয় পাঠ - পোপ একাদশ পিউসের 'ঈশ্বরের মণ্ডলী' নামক সার্বজনীন পত্র

তিনি মণ্ডলীর ঐক্যের জন্য রক্তদান করলেন

অধিক প্রশংসনীয় তত্ত্বাবধান গুণে ঈশ্বরের মণ্ডলী এমনভাবেই সংগঠিত হয়েছে যাতে কালের পূর্ণতায় সে অসীম পরিবারের মতই হয়ে দাঁড়ায়। তা এমন উদ্দেশ্যেই নিরূপিত, যাতে গোটা মানবজাতি আলিঙ্গন করে, ও সেজন্য—যেমনটি আমরা জানি—মণ্ডলী সেই সার্বজনীন ঐক্যের মধ্য দিয়েই দিব্যরূপে প্রকাশিত হয়েছে যা

তার জানা বৈশিষ্ট্যগুলোর একটা। যখন আমাদের প্রভু সেই খ্রীষ্ট বললেন, *স্বর্গে ও মর্তে সমস্ত অধিকার আমাকে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা যাও, সকল জাতিকে আমার শিষ্য কর,* তখন পিতার কাছ থেকে যে বিশেষ কর্মভার পেয়েছিলেন, তা কেবল প্রেরিতদূতদেরই হাতে ন্যস্ত করায় ক্ষান্ত হননি, কিন্তু এও চাইলেন, সেই প্রৈরিতিক সভা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপেই এক হবে—দ্বিবিধ ও ঘনিষ্ঠতম বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে। প্রথম বন্ধন হল বিশ্বাস ও ভালবাসার বন্ধন, যে ভালবাসা ভক্তদের *হৃদয়ে পবিত্র আত্মা দ্বারা সঞ্চারিত হয়েছে।* অপর বন্ধন বাহ্যিক, আর তা হল সকলের উর্ধ্বে কেবল একজনেরই শাসনভার। কেননা পিতরের কাছে অন্য প্রেরিতদূতদের উপরে এমন প্রাধান্য ন্যস্ত করা হয়েছে তা যেন ঐক্যের চিরস্থায়ী মূলসূত্র ও দৃশ্য ভিত্তিভূমি স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু তেমন ঐক্য ও একাত্মতা যেন যুগ যুগ ধরে বলবৎ থাকে, সেজন্য আপন উত্তম তত্ত্বাবধানে ঈশ্বর কেমন যেন পবিত্রতার সীলমোহরে ও একইসঙ্গে সাক্ষ্যমরণের সীলমোহরেই সেই ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন। আর তেমন মহাসম্মান স্লাভ-রীতি অনুসারী পোলকের মহাধর্মপাল সাধু যোসাফাতের উপরেই বর্ষিত হয়েছে, যিনি প্রাচ্য স্লাভ খ্রীষ্টভক্তদের গৌরব ও অবলম্বন বলে অধিক ন্যায়সঙ্গতভাবেই পরিগণিত। তাদের এ পালক ও প্রেরিতদূতের মত কেউই তাদের জন্য মহত্তর সুনাম অর্জন করেনি, তাদের পরিত্রাণের জন্যও তাঁর মত কেউই তত সুন্দর ব্যবস্থা করেনি, কেননা তিনি পুণ্যময়ী মণ্ডলীর ঐক্যের জন্য নিজের রক্ত দান করেছেন। আর শুধু তা নয়; সর্বস্থানেই পুণ্য ঐক্য পুনঃস্থাপন করতে ঐশপ্রেরণা অনুভব করে তিনি উপলব্ধি করলেন যে, কাথলিক মণ্ডলীর সঙ্গে সেই ঐক্যে স্লাভ-উপাসনা রীতি ও বাসিল-সন্ন্যাসসঙ্ঘ রাখলে তবে প্রচেষ্টাটি যথেষ্ট উপকৃত হবে। একই প্রকারে, যেহেতু পিতরের আসনের সঙ্গে আপন সহনাগরিকদের ঐক্য ছিল তাঁর হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা, সেজন্য তিনি সব দিক দিয়ে এমন কার্যকর উপায়ের সন্ধান করছিলেন যাতে সেই প্রচেষ্টা অগ্রসর ও সুস্থির হয়; বিশেষভাবে এ উদ্দেশ্যেই তিনি সেই সমস্ত উপাসনা সংক্রান্ত পুস্তক অধ্যয়ন করলেন যা প্রাচ্য মণ্ডলী ও বিচ্ছিন্ন মণ্ডলীও পুণ্যপিতৃগণের বিধিমত ব্যবহার করে থাকে।

তেমন তৎপর পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে তিনি দৃঢ়তা ও একইসময়ে কোমলতার সঙ্গে ঐক্য-পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করলেন, ও এমন ফলের প্রাচুর্য লাভ করলেন যে, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী নিজেরাই তাঁকে 'আত্মাদের চোর' বলে আখ্যায়িত করল।

শ্লোক যোহন ১৭:১১,২৩,২২

প্র পবিত্রতম পিতা, তোমার যে নাম তুমি আমাকে দিয়েছ, তোমার সেই নামে তাদের রক্ষা কর,
উ তারা যেন পরিপূর্ণরূপেই এক হয়, যাতে জগৎ জানতে পারে যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করেছ।
প্র তুমি আমাকে যে গৌরব দিয়েছ, আমি তা তাদের দিয়েছি,
উ তারা যেন পরিপূর্ণরূপেই এক হয়, যাতে জগৎ জানতে পারে যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করেছ।

১৩ই নভেম্বর

নিখিল সাধু সন্ন্যাসী

পর্ব

সবকিছু সাধারণ ব্যবস্থা অনুসারে, পৃঃ ২১৩৮।

১৪ই নভেম্বর

পরলোকগত সন্ন্যাসীদের স্মরণ

সবকিছু সাধারণ ব্যবস্থা অনুসারে, পৃঃ ২১৬৬।

১৫ই নভেম্বর

মহাপ্রাণ সাধু আলবার্ট, ধর্মপাল ও আচার্য

দ্বিতীয় পাঠ - লুক-রচিত সুসমাচারে মহাপ্রাণ সাধু আলবার্টের ব্যাখ্যা **২২,১৯**

খ্রীষ্টদেহ নির্মাণের জন্য পালক ও ধর্মগুরু

তোমরা আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর। এক্ষেত্রে লক্ষ করার বিষয় দু'টো। প্রথমটা হল এ সাক্রামেন্ত ব্যবহার করার আদেশ, যেভাবে তিনি বলেন, 'তেমনটি কর।' দ্বিতীয়টা হল, যাতে প্রভুরই তেমন স্মৃতি পালিত হয় যিনি আমাদের জন্য মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হন।

তাই তিনি বলেন, 'তেমনটি কর।' বাস্তবিকই এর চেয়ে উপযোগী, মধুর, পরিত্রাণদায়ী, প্রীতিকর, ও অনন্ত জীবনের অধিক সদৃশতর কিছুই আদেশ করা যাচ্ছিল না।

এসো, উল্লিখিত গুণাবলি একটার পর একটা ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করি। সর্বপ্রথমে, যারা আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে মৃত, তাদের পক্ষে খ্রীষ্টপ্রসাদ পাপের ক্ষমার জন্য উপযোগী; যারা আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে জীবিত, তাদের পক্ষে খ্রীষ্টপ্রসাদ অনুগ্রহ-বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অত্যন্তই উপযোগী। তাঁর পবিত্রীকরণ লাভ করার জন্য যা উপযোগী, আমাদের আত্মাদের ত্রাণকর্তা সেসম্বন্ধেই আমাদের শিক্ষা দেন।

কিন্তু তাঁর পবিত্রীকরণ তাঁর যজ্ঞেই সাধিত, কেননা সেই সাক্রামেন্তগত উৎসর্গে তিনি আমাদের হয়ে পিতার কাছে নিজেকে নিবেদন করেন ও আমাদের কাছে প্রসাদরূপে নিজেকে নিবেদন করেন। *তাদের জন্য আমি নিজেকে পবিত্রীকৃত করছি।* সেই খ্রীষ্ট, যিনি পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে *নিজেকেই নিষ্কলঙ্ক রূপে উৎসর্গ করেছেন, তাঁর রক্ত আমাদের বিবেককে মৃত কাজকর্ম থেকে আরও কত বিশুদ্ধই না করবে, যেন আমরা জীবনময় ঈশ্বরের উপাসনা করতে পারি।*

উপরন্তু, এর চেয়ে মধুর আমরা কিছুই করতে পারি না। কেননা যে সাক্রামেন্তে সকল ঐশমাধুর্য নিহিত, তার চেয়ে মধুর কী থাকতে পারবে? বাস্তবিকই *স্বর্গ থেকে তুমি তাদের অর্পণ করেছ এমন রুটি, বিনা কষ্টে প্রস্তুতই পাওয়া এমন রুটি, যে রুটি যত তৃপ্তি এনে দিতে পারে, মেটাতে পারে যত রুচি। তোমার এই খাদ্য প্রকাশ করত তোমার সন্তানদের প্রতি তোমার মাধুর্য; যে যে এই খাদ্য খেত, তা ছিল তাদের প্রত্যেকের রুচি অনুযায়ী, যে যা ইচ্ছা করত, তাতেই এই খাদ্য পরিণত হত।*

আরও, এর চেয়ে পরিত্রাণদায়ী কিছুই আদেশ করা যেতে পারত না। কেননা এ সাক্রামেন্ত হল জীবন-বৃক্ষের ফল। যে কেউ অকপট ভক্তি ও বিশ্বাসের সঙ্গে তা গ্রহণ করে, সে কখনও মৃত্যু ভোগ করবে না। *যে কেউ তাকে আঁকড়ে ধরে থাকে, তা তার পক্ষে জীবনবৃক্ষ; যে কেউ তাকে আলিঙ্গন করে, সে সুখে জীবন যাপন করে। যে কেউ আমাকে খায়, সে আমার জন্যই জীবিত থাকবে।*

আরও, এর চেয়ে প্রীতিকর আদেশ আমরা পেতে পারতাম না। কেননা এ সাক্রামেন্তই তো প্রেম ও ঐক্য সৃষ্টি করে। খাদ্যরূপে নিজেকে নিবেদন করাই তো প্রেমের সর্বোচ্চ প্রমাণ। *আমার তাঁবুর লোকে একথা কি বলত না: তাঁর দেওয়া মাংস খেয়ে কে তৃপ্ত হয়নি?* অর্থাৎ, আমি তাদের এতই ভালবেসেছি ও তারাও আমাকে এতই ভালবেসেছে যে, ইচ্ছা ছিল, আমি তাদের অন্তরে থাকব, তারাও ইচ্ছা করছিল, নিজেদের অন্তরে আমাকে গ্রহণ করবে, যাতে আমার দেহে একীভূত হয়ে তারা আমার অঙ্গ হয়ে ওঠে। কেননা তারা আমার সঙ্গে এর চেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে ও স্বভাবতভাবে মিলিত হতে পারত না, আমিও তাদের সঙ্গে নয়।

পরিশেষে, অনন্ত জীবনের অধিক সদৃশতর কিছু করতেও আমাদের আদেশ করা যেতে পারত না। কেননা অনন্ত জীবন এজন্যই নিত্য বিদ্যমান, কারণ যারা পুণ্যজীবন যাপন করে, ঈশ্বর আপন মাধুর্যে তাদের জীবনে নিজেকে সঞ্চার করেন।

শ্লোক লুক ২২:২৯; যোহন ১৫:১৬

প্‌ আমার পিতা যেমন আমার জন্য রাজ্যের ব্যবস্থা করেছেন, আমিও তেমনি তোমাদের জন্য রাজ্যের ব্যবস্থা করছি,

উ যেন তোমরা আমার রাজ্যে আমার সঙ্গে বসে খাওয়া-দাওয়া করতে পার।

প্‌ আমিই তোমাদের বেছে নিয়েছি, তোমাদের নিযুক্তও করেছি, যেন তোমরা গিয়ে ফলশালী হয়ে ওঠ,

উ যেন তোমরা আমার রাজ্যে আমার সঙ্গে বসে খাওয়া-দাওয়া করতে পার।

সাধ্বী গারট্রুড, চিরকুমারী

দ্বিতীয় পাঠ - সাধ্বী গারট্রুড-লিখিত 'দিব্য প্রেমের বাণী' **২য় পুস্তক ২৩:১,৩,৫,৮-১০**

আমার প্রতি তোমার চিন্তা ছিল শান্তিরই চিন্তা

আমার প্রাণ তোমাকে ধন্যবাদ দিক, হে আমার প্রভু, হে আমার স্রষ্টা! আমার প্রাণ তোমাকে ধন্যবাদ দিক; আমার হৃদয়ের মর্মস্থল থেকে তোমার নিজের করুণা তোমাকে ধন্যবাদ দিক—আমি অযোগ্য হলেও তোমার অসীম ভালবাসা তোমার সেই করুণায় আমাকে ঘিরে রেখেছে। আমি যথাসাধ্য তোমার অসীম মঙ্গলময়তাকে ধন্যবাদ জানাই, আমি তোমার ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও দয়ার স্তুতিবাদ করি।

পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত আমি আমার শিশুকাল, ছেলেবেলা, বাল্যকাল ও যৌবনকালের যত বছর অন্ধ ও উন্মাদের মতই কাটিয়েছিলাম। আমি খেয়াল খুশি মতই কথা বলতাম ও ব্যবহার করতাম; তেমন দুরাচারের জন্য আমার কোন দুঃখই ছিল না। শুধুমাত্র এখন তো আমি সচেতন হয়ে উঠেছি।

অন্যায়ের প্রতি একপ্রকার সাধারণ বিতৃষ্ণার মাধ্যমে কিংবা মঙ্গলের প্রতি প্রেরণাদায়ী আকর্ষণের মাধ্যমে, অথবা আত্মীয়স্বজনদের ভর্ৎসনা বা তিরস্কারের মাধ্যমে যখন তুমি আমার ব্যবহারজনিত বিপদের জন্য আমাকে সতর্ক করছিলে, তখন আমি তোমার প্রতি কোন মনোযোগ দিচ্ছিলাম না। আমি জীবনযাপন করছিলাম তেমন এক ব্যক্তির মত, যে কখনও শোনেনি যে তুমি, হে আমার ঈশ্বর, তুমিই ন্যায়ের যোগ্য মজুরি ও অন্যায়ের উপযুক্ত শাস্তি দাও।

শিশুকাল থেকে, ঠিক সময় বলতে গেলে পাঁচ বছর বয়স থেকেই তুমি যে আমাকে বেছে নিয়েছ আমি যেন সন্ন্যাসজীবনে তোমার পুণ্যবান বন্ধুদের মধ্যে জীবনযাপন করি, এজন্য আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।

তাই, হে প্রিয়তম পিতা, আমার মনপরিবর্তনের জন্য আমি তোমাকে অর্পণ করি তোমার আপন প্রীতিভাজন পুত্রের সমস্ত যন্ত্রণাভোগ: সেসময় থেকে শুরু ক'রে যখন গোশালার খড়ের উপরে শুয়ে তিনি প্রথম চিৎকার দিলেন, সেসময় পর্যন্ত যখন শিশুকালের প্রতিকূলতা, বাল্যকালের যত অভাব ও যৌবনকালের দুঃখকষ্ট সহ্য করলেন, যখন মাথা নত করে উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে ক্রুশের উপরে প্রাণ ত্যাগ করলেন।

একইভাবে আমার সমস্ত অবহেলার ক্ষতিপূরণের উদ্দেশ্যে, হে প্রিয়তম পিতা, আমি তোমাকে অর্পণ করি সেই পুণ্যতম জীবন যা তোমার অদ্বিতীয় পুত্র চিন্তা, কথা ও কাজে অধিক নিখুঁতভাবে যাপন করলেন: সেসময় থেকে শুরু ক'রে যখন তোমার উচ্চতম সিংহাসন থেকে তিনি আমাদের এ পৃথিবীতে প্রেরিত হলেন, সেসময় পর্যন্ত যখন তোমার পিতৃসুলভ দৃষ্টিতে আপন বিজয়ী মাংসের গৌরব নিবেদন করলেন।

ধন্যবাদ স্বরূপ আমি বিনম্রতার গভীরতম অতলে নিজেকে নিমজ্জিত করি, ও তোমার অপরিশোধনীয় দয়ার সঙ্গে তোমার মধুময় মঙ্গলময়তারও স্তুতিবাদ ও পূজা করি। আমি যখন এভাবে আমার নিজের জীবন ব্যয় করছিলাম, তখন তুমি, হে দয়ার পিতা, আমার বিষয়ে শাস্তির নয়, শান্তিরই চিন্তা পোষণ করছিলে। তোমার অসংখ্য উপকারের মাহাত্ম্য গুণে আমাকে টেনে তোলারও সঙ্কল্প নিয়েছিলে। তাছাড়া তুমি তোমার নিজের বন্ধুত্বের অতুল্য সাহচর্যও আমাকে দিতে প্রীত হয়েছ: তুমি ঈশ্বরত্বের মহামূল্যবান রত্নপেটিকা তথা তোমার সেই দিব্য হৃদয়কে আমার সামনে নানাভাবে খুলে দিয়েছ; সেই হৃদয়ে তুমি প্রচুর পরিমাণেই আমাকে দান করেছ আনন্দের যত ধন।

মৃত্যুক্ষণে ও মৃত্যুর পরে যত উপকার আমাকে দেবে বলে তুমি যে নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দিয়েছ, তার মধ্য দিয়ে তুমি আমার প্রাণ আকর্ষণ করেছ। সুতরাং, আর অন্য কোন দান না থাকলেও তবু শুধু সেটির জন্যও জীবন্ত প্রত্যাশা নিয়ে আমার হৃদয়ে তোমাকে বাসনা করার যে দাবি রয়েছে, তা যুক্তিসঙ্গত।

শ্লোক যেরে ৩১:৩; হো ২:১৬,২১ দ্রঃ

℣ প্রভু চিরকালীন ভালবাসায় গারট্রুডকে ভালবাসলেন। এজন্য তিনি বাল্যকাল থেকেই তাঁকে নিজের কাছে আকর্ষণ করলেন ও প্রান্তরে নিয়ে গিয়ে

উ তাঁর হৃদয়ের উপরেই কথা বললেন।
প্র প্রভু চিরস্থায়ী কৃপা ও স্নেহে তাঁকে আপন কনে ক'রে
উ তাঁর হৃদয়ের উপরেই কথা বললেন।

১৭ই নভেম্বর

স্কটল্যান্ডের রানী সাধ্বী মার্গারেট

দ্বিতীয় পাঠ - ২য় ভাটিকান মহাসভার, বর্তমান জগতে মণ্ডলী বিষয়ক পালকীয় সংবিধান

আনন্দ ও প্রত্যাশা ৪৮

বিবাহ ও পরিবারের পবিত্রতা

নর ও নারী, যাঁরা দাম্পত্যজীবনের সন্ধির ফলে *আর দু'জন নয়, বরং একদেহ*, তাঁরা ব্যক্তিত্ব ও ক্রিয়াকর্মের ঘনিষ্ঠ সংযোগে একে অন্যের প্রতি পারস্পরিক সহায়তা ও সেবা দান করেন, আপন ঐক্যের অর্থের অভিজ্ঞতা করেন ও দিনে দিনে তা পূর্ণতর ভাবে সাফল্যমণ্ডিত করেন। দু'জন ব্যক্তির পারস্পরিক আত্মদান ব'লে এ ঘনিষ্ঠ ঐক্য, এমনকি সন্তানদের মঙ্গলও দম্পতির পূর্ণ বিশ্বস্ততা দাবি করে ও তাঁদের অবিচ্ছেদ্য একতা আবশ্যক বলে ঘোষণা করে। প্রকৃত দাম্পত্য-ভালবাসা ঐশভালবাসার মধ্যে গৃহীত হয়, ও খ্রীষ্টের মুক্তিদায়ী শক্তি ও মণ্ডলীর পরিত্রাণদায়ী কর্ম দ্বারা সুস্থির ও প্রসারিত হয়ে ওঠে, যাতে করে দম্পতি সফলভাবে ঈশ্বরের কাছে চালিত হতে পারেন ও মাতাপিতার উৎকৃষ্ট দায়িত্ব-পালনে সহায়তা ও শক্তি লাভ করতে পারেন। এজন্য খ্রীষ্টান দম্পতিকে আপন জীবনাশ্রমের ভূমিকা ও মর্যাদার উদ্দেশ্যে বিশেষ একটি সাক্রামেন্ত দ্বারা শক্তিমণ্ডিত ও কেমন যেন পবিত্রীকৃতই করা হয়; ও তেমন সাক্রামেন্ত গুণে আপন দাম্পত্য ও পারিবারিক কর্তব্য পালন করতে করতে তাঁরা সেই খ্রীষ্টেরই আত্মায় অনুপ্রাণিত হয়ে, যাঁর দ্বারা তাঁদের গোটা জীবন বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসায় পরিব্যাপ্ত, আপন জীবন-সিদ্ধি ও পারস্পরিক পবিত্রীকরণের নিত্য উচ্চতর পর্যায়ে এসে পৌঁছেন, আর এভাবে তাঁরা একসঙ্গে ঈশ্বরকেও গৌরবান্বিত করেন।

মাতাপিতার আদর্শ ও পারিবারিক প্রার্থনা দ্বারা পূর্বশিক্ষা লাভ ক'রে সন্তানেরা, এমনকি পরিবারে যারা একসঙ্গে বাস করে, তারা সকলেই সহজে মানবতা, পরিত্রাণ ও পবিত্রতার পথের সন্ধান পাবে। তবু দম্পতি, পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের মর্যাদা ও ভূমিকায় ভূষিত হয়ে, শিক্ষা-দীক্ষা—বিশেষভাবে ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষারই কর্তব্য পূরণ করবেন যা প্রথমে তাঁদেরই দায়িত্ব।

পরিবারের জীবন্ত অঙ্গ বিধায় সন্তানেরা তাদের বিশেষ ভূমিকা অনুসারে মাতাপিতার পবিত্রীকরণের উদ্দেশ্যে সহায়তা দান করে। বিশেষত মাতাপিতার কাছ থেকে যে উপকার পেয়ে থাকে তার প্রতিদানে তারা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা, ভক্তি ও আস্থা দেখাবে, এবং কষ্টের দিনে ও বৃদ্ধ বয়সের নিঃসঙ্গতার সময়ে সন্তানসুলভ আচরণে তাঁদের কাছে কাছে থাকবে।

বিবাহিত জীবনের আহ্বানের অব্যাহত ধারা হিসাবে বৈধব্য সৎসাহসী মনোভাবের সঙ্গে গ্রহণ করে নেওয়া উচিত, ও সকলের শ্রদ্ধার পাত্রও হওয়া উচিত। পরিবারের উচিত নিজের আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য দানশীলতার মনোভাব নিয়ে অন্য পরিবারগুলোর সঙ্গেও সহভাগিতা করা। খ্রীষ্টীয় পরিবার যেহেতু সেই বিবাহ থেকেই উদ্ভূত, যা খ্রীষ্ট ও মণ্ডলীর মধ্যকার প্রেমের বন্ধনের প্রতিমূর্তি ও তার সহভাগিতা, সেজন্য দম্পতিদের প্রেম দ্বারা, উদারমনা উর্বরতা দ্বারা, ঐক্য ও বিশ্বস্ততা দ্বারা, ও পরিশেষে সকল সদস্যের প্রেমপূর্ণ সহযোগিতা দ্বারা সকলের কাছে জগতে ত্রাণকর্তার জীবন্ত উপস্থিতি ও মণ্ডলীর প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করবে।

শ্লোক প্রবচন ৩১:৩০,২৫,৩১ দ্রঃ

প্র যে নারী প্রভুকে ভয় করে, সে-ই প্রশংসনীয়া।
উ শক্তি ও মর্যাদা, এই তো তার পরন।
প্র তার কর্মের ফল তাকে দেওয়া হোক, পবিত্রজনদের মণ্ডলী তার কর্মের প্রশংসাবাদ করুক।
উ শক্তি ও মর্যাদা, এই তো তার পরন।

একই দিন ১৭ই নভেম্বর

হাঙ্গেরীর সাধ্বী এলিজাবেথ, ধর্মব্রতিনী

দ্বিতীয় পাঠ - সাধ্বী এলিজাবেথের আধ্যাত্মিক পরিচালক কোন্‌রাদ দ্য মার্বুর্গ-লিখিত পত্র

এলিজাবেথ গরিবদের মধ্যে খ্রীষ্টকে চিনলেন ও ভালবাসলেন

বহু আগেই এলিজাবেথের সদ্‌গুণ ও পুণ্যাচরণ প্রকাশ পেতে শুরু করেছিল। তিনি সর্বদাই গরিবদের সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, কিন্তু যখন তঁর একটা দুর্গের কাছাকাছি স্থনে একটা হাসপাতাল নির্মাণ করিয়ে সর্বপ্রকার অসুস্থদের সংগ্রহ করলেন, সেসময় থেকে অভাবগ্রস্তদের সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপেই নিয়োগ করলেন।

যারা তাঁর হাসপাতালের কাছে সাহায্য যাচ্‌না করত, তাদের উপর শুধু নয়, তাঁর স্বামীর অধীনস্থ সকল স্থানে যারা যাচ্‌না করছিল, তাদের উপরেও তিনি আপন ভিক্ষাদানের উপকার দানশীলতার সঙ্গে বর্ষণ করতেন। এমনকি, তাঁর স্বামীর চার প্রদেশের আয় ভিক্ষাদানে বিলি করে দিলেন ও দামী দামী বস্তু ও মূল্যবান কাপড়ও বিক্রি করে দিলেন যাতে সেই অর্থ গরিবদের মধ্যে বিতরণ করতে পারেন।

তাঁর এ নিয়ম ছিল: তাঁর সকল রোগীকে তিনি দিনে দু'বার, সকাল ও সন্ধ্যায়, ব্যক্তিগতভাবেই পরিদর্শন করবেন। যাদের রোগ অধিক ঘৃণাজনক, তিনি নিজেই তাদের প্রত্যক্ষ সেবা শুশ্রূষা করতেন। কাউকে খাদ্য দিতেন, কারও জন্য বিছানার ব্যবস্থা করতেন, কাউকে নিজের কাঁধে তুলে বহন করতেন—সবসময় সর্বপ্রকার মঙ্গলকর কাজে নিয়োজিতা ছিলেন; তথাপি নিজের স্বামীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার লেশমাত্র সূত্রও কখনও দেখা দেয়নি।

স্বামীর মৃত্যুর পরে তিনি উচ্চতর সাধনার আকাঙ্ক্ষিণী হয়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে আমার অনুমতি চাইলেন যাতে ঘরে ঘরে ভিক্ষা করতে পারেন।

এক বছর তিনি নিজ দুর্গে ফ্রান্সিস্কান ব্রাদারদের আশ্রয় দিলেন; সে বছরে, পুণ্য শুক্রবার দিনে, যজ্ঞবেদি বিবস্ত্র থাকাকালে, তাঁর দুর্গের একটি উপাসনালয়ের বেদির উপরে হাত বাড়িয়ে স্বল্প পরিজনদের সাক্ষাতে তিনি নিজের ইচ্ছা, সংসারের লালসা, ও সুসমাচারে ত্রাণকর্তা যা ত্যাগ করতে সুমন্ত্রণা দিয়েছিলেন সেসব কিছু অস্বীকার করলেন। তা করে তিনি ভাবলেন যে, স্বামীর সঙ্গে যেখানে ঘর করেছিলেন ও সকলে যেখানে তাঁকে শ্রদ্ধা ও স্নেহ করছিল, সেখানে থাকলে সম্ভবত সংসারের কোলাহল ও মানব গৌরব তাঁকে পুনরায় আকর্ষণ করবে; এ ভয়ে তিনি মার্গবুর্গ পর্যন্ত আমার অনুসরণ করতে চাইলেন—যদিও এতে আমার অমত ছিল। মার্গবুর্গে গিয়ে তিনি একটা হাসপাতাল নির্মাণ করিয়ে অসুস্থদের ও পঙ্গুদের সংগ্রহ করলেন, ও নিজের অন্নমেজে সবচেয়ে হতভাগা ও বাস্তুহারাদের সেবা করতে লাগলেন।

ঈশ্বরের সাক্ষাতে আমি ঘোষণা করি যে, এলিজাবেথ বহু কর্মকাণ্ডে অধিক নিয়োজিতা হলেও তাঁর মত ধ্যানী মহিলা আমি প্রায়ই দেখিনি। ধর্মব্রতী ও ধর্মব্রতিনীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন বারবার স্বচক্ষে দেখলেন যে, এলিজাবেথ ব্যক্তিগত প্রার্থনা থেকে বের হলে তাঁর মুখমণ্ডল আশ্চর্যময় দীপ্তিতে উদ্ভাসিত ছিল, ও তাঁর চোখ থেকে কেমন যেন সূর্যের কিরণ বিকিরণ করত।

তাঁর মৃত্যুর আগে আমি তাঁর পাপস্বীকার শুনলাম, ও তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম তাঁর সমস্ত সম্পদ ও নানা বস্তু নিয়ে কী ব্যবস্থা করা উচিত। উত্তরে তিনি আমাকে বললেন, যা কিছু তাঁর নিজের সম্পদ বলে মনে হচ্ছিল, তা আসলে গরিবদেরই সম্পদ, সুতরাং আমাকে অনুনয় করলেন আমি নিজেই যেন গরিবদের কাছে তা বিলি করে দিই—কেবল সেই অতিসাধারণ পোশাক বাদ থাকবে যা তিনি পরছিলেন ও যা পরে সমাহিতা হতে ইচ্ছা করছিলেন। এরপর তিনি প্রভুর দেহ গ্রহণ করলেন; ও সন্ধ্যা পর্যন্ত সেই সমস্ত বিষয় স্মরণ করে গেলেন যা উপদেশে শুনেছিলেন। অবশেষে, আমরা যারা তাঁর পাশে ছিলাম, তিনি অত্যন্ত ভক্তির সঙ্গে ঈশ্বরের কাছে আমাদের সকলের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কেমন যেন কোমল নিদ্রা গিয়ে প্রাণত্যাগ করলেন।

শ্লোক যুদিথ ১৫:১১ (লাতিন মূলপাঠ); শিষ্য ১০:৪ দ্রঃ

℟ তুমি বল ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছ; তোমার হৃদয় শুচি প্রেমে স্থিতমূল ছিল;

℣ এজন্য যুগে যুগে সকলে তোমাকে সুখী বলবে।
℟ তোমার প্রার্থনা ও তোমার অর্থদান সবই প্রভুর সাক্ষাতেই ছিল:
℣ এজন্য যুগে যুগে সকলে তোমাকে সুখী বলবে।

১৮ই নভেম্বর

সাধু পিতর ও পল মহাগির্জার প্রতিষ্ঠাদিবস

দ্বিতীয় পাঠ - মহাপ্রাণ সাধু লিওর উপদেশাবলি **উপদেশ ৮২:১,৬-৭**

দিব্য বীজের অঙ্কুর সেই পিতর ও পল

অতএব, *প্রভুর দৃষ্টিতে মূল্যবান তাঁর ভক্তদের মৃত্যু*, আর যে ধর্ম খ্রীষ্টের ক্রুশ-রহস্যের উপরে স্থাপিত, তা হিংস্রতার কোন শক্তি দ্বারাও ধ্বংসিত হতে পারে না! নির্যাতন দ্বারা মণ্ডলীর হ্রাস হয় না, বরং বৃদ্ধিই পায়, এবং প্রভুর মাঠ উত্তরোত্তর বর্ধমান শস্যে পরিবৃত হয়, কেননা গমের দানাগুলো একটার পর একটা মাটিতে পড়তে পড়তে শতগুণেই পুনর্জীবন লাভ করে।

দিব্য বীজ থেকে আমাদের এ আশ্চর্য অঙ্কুর দু'টো তথা পিতর ও পল অঙ্কুরিত হয়েছেন, এক অসংখ্য বংশ উৎপন্ন হয়েছে যা হাজার হাজার পুণ্যবান সাক্ষ্যমরবৃন্দেই প্রমাণিত, যাঁরা প্রেরিতদূতদের গৌরবের অনুকারী হয়ে আমাদের নগরীর চারপাশে মর্যাদাপূর্ণ পোশাকে পরিহিত ও জ্যোতির্ময় বিভায় উজ্জ্বল অসংখ্য জাতির জাগরণ ঘটিয়েছেন ও রোম মণ্ডলীকে এমন অনন্য মালায় ভূষিত করেছেন যা বহু ও চমৎকার রত্নায় অলঙ্কৃত।

প্রিয়জনেরা, নিখিল সাধুসাধ্বীর পর্বোৎসব আনন্দের সঙ্গেই পালনীয়, কেননা তাঁরা আমাদের কাছে ঈশ্বরের উপহার, আমাদের দুর্বলতায় সহায়তা, সদ্‌গুণাবলির দৃষ্টান্ত ও আমাদের বিশ্বাসের জন্য অবলম্বন স্বরূপ। কিন্তু তবু আমরা যদিও নিখিল সাধুসাধ্বীর কথা সঙ্গতভাবেই আনন্দের সঙ্গে উদ্‌যাপন করি, তথাপি প্রেরিতদূত দু'জন সেই পিতর ও পলের স্মৃতি রক্ষায়ই আমাদের বিশেষ স্ফূর্তির সঙ্গে গৌরববোধ করা উচিত, কেননা মণ্ডলীর সকল অঙ্গের মধ্যে তাঁরাই ঈশ্বরের সর্বোচ্চ অনুগ্রহ লাভে ধন্য হলেন: হ্যাঁ, তাঁরা হলেন সেই দেহের চোখই যেন, খ্রীষ্টই যার মাথা।

বর্ণনার অতীত তাঁদের যোগ্যতায় ও তাঁদের গুণাবলিতে আমাদের কোন পার্থক্য বা কোন বিচ্ছেদ দেখতে নেই, কেননা ঈশ্বরের মনোনয়ন তাঁদের সমকক্ষ করেছে, প্রৈরিতিক পরিশ্রম তাঁদের সদৃশ করেছে, ও মৃত্যু তাঁদের সমান করেছে।

অন্য দিকে, আমাদের পূর্বপুরুষদের সাক্ষ্যদানে প্রমাণসিদ্ধ আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার জোরেই আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করি যে, ঈশ্বরের দয়া লাভ করার উদ্দেশ্যে আমরা এজীবনের সকল সঙ্কটে এ দু'জন মহাপ্রতিপালকের প্রার্থনার ফলে সহায়তা পাব; যার ফলে এমনটি হয় যে, আমরা আমাদের পাপের দরুন যতখানি নিচে পতিত হয়েছি, প্রেরিতদূতদের পুণ্যফলে ততখানি ঊর্ধ্বে উন্নীত হব।

শ্লোক

℟ খ্রীষ্টের দাস এ দু'জন প্রেরিতদূত পবিত্রাত্মার পরিচালনায় নিজেদের রক্তদানে নানা মণ্ডলী স্থাপন করলেন।
℣ তাঁরা প্রভুর পানপাত্র থেকে পান করে ঈশ্বরের বন্ধু হয়ে উঠলেন।
℟ জীবনকালে তাঁরা ভাইয়ের মত মিলিত ছিলেন, মৃত্যুও তাঁদের বিচ্ছিন্ন করতে অক্ষম হল।
℣ তাঁরা প্রভুর পানপাত্র থেকে পান করে ঈশ্বরের বন্ধু হয়ে উঠলেন।

১৯শে নভেম্বর

সাধ্বী মেখ্‌তিল্ডা, চিরকুমারী

দ্বিতীয় পাঠ - সাধ্বী মেখ্‌তিল্ডার 'দিব্যপ্রকাশ'

ঈশ্বর বাধ্যতায় প্রীত

এক ধর্মব্রতিনী বিশেষ এক পরিবেশে আপন পরিচালিকার ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছা মেলাতে পারছিলেন না, তাঁর এ অবস্থার জন্য মমতায় বিগলিত হয়ে মেখ্‌তিল্ডা প্রভুর কাছে প্রার্থনা করছিলেন তিনিই যেন আপন অনুগ্রহে সেই ব্যক্তিকে আলোকিত করেন ও বাধ্যতা স্বীকার করতে সম্মত করেন—এমন সময় তিনি দেখলেন, প্রভু আপন ডান বাহুতে সেই ধর্মব্রতিনীকে জড়িয়ে ধরে বলেন, 'পরিচালিকাদের হাতে নিজের ইচ্ছা সঁপে দিয়ে সে আমারই হাতে নিজের ইচ্ছা সঁপে দিলেই আমি আমার হাতে তাকে গ্রহণ করেছি, আমার ডান হাত তাকে কখনও ফেলে রাখবে না—সে কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে পিছনে ফিরে গিয়ে যেন আমা থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়। তা করলে, তবে নতুন করে নিজেকে নমিতা না করা পর্যন্ত আমার কাছে সে আপন স্থান আর পেতে পারবে না।' এ বাণী থেকে সাধ্বী উপলব্ধি করলেন যে, ব্রতের দিনে ঈশ্বর নিজের পিতৃবক্ষে সমস্ত ধর্মব্রতিনীকে গ্রহণ করেন ও তাঁদের কখনও ফিরিয়ে দেন না, যদি না ইচ্ছাকৃত সঙ্কল্পেই—ঈশ্বর না করুন—সেই ধর্মব্রতিনী বাধ্যতা অস্বীকার করেন। ধর্মব্রতিনী যখন ঈশ্বরের হাত ত্যাগ করেন, তখন সেই হাত ধরতে তিনি ততক্ষণ অক্ষম হন, যতক্ষণ ঈশ্বরের সামনে অকপট তপস্যা ও বিনম্রতার সঙ্গে নিজেকে নমিতা না করেন, যথাযোগ্য ক্ষতিপূরণ সাধন না করেন, ও সত্যাশ্রয়ী সঙ্কল্প নিয়ে প্রতিজ্ঞা না করেন যে, ভবিষ্যতে তিনি স্বচ্ছন্দেই বাধ্যতা পালন করবেন।

মেখ্‌তিল্ডা দেখতে পেলেন, প্রভু সিংহাসনে আসীন, তাঁর বাহু প্রসারিত। তিনি বলছিলেন: 'ক্রুশের উপরে আমি মৃত্যু পর্যন্তই হাত প্রসারিত করে থাকলাম; এখনও আমি আমার পিতার সামনে হাত প্রসারিত রেখে দাঁড়াই—এতে দেখাতে চাই যে, যে কেউ আমার কাছে আসে আমি তাকে আলিঙ্গন করতে প্রস্তুত। এমন কেউ আছে কি, যে আমার এ কৃপার আকাঙ্ক্ষা করে? সে যদি আমার প্রেমের খাতিরে সকল প্রতিকূলতা সহ্য করতে সম্মত, এতে স্পষ্ট হবে যে, সে ইতিমধ্যে আমার আলিঙ্গনে উত্তীর্ণ হয়েছে। এমন কেউ আছে কি, যে আমার চুম্বন বাসনা করে? সে যদি নিজের কাছে সাক্ষ্য দিতে পারে যে, সব দিক দিয়েই আমার ইচ্ছায় প্রীত ও আমার ইচ্ছায় অপরিসীম আনন্দ পায়, এতে স্পষ্ট হবে যে, সে ইতিমধ্যে আমার চুম্বন গ্রহণ করেছে।

যে কেউ ইচ্ছা করে, আমি তার প্রার্থনা শুনে সাড়া দেব, তাকে সর্বপ্রকার বাধ্যতা মেনে নিতে প্রস্তুত হতে হবে, কেননা আমার পিতা যে বাধ্যদের প্রার্থনা গ্রহণ করবেন না, তা সম্ভব হতে পারে না।'

ধর্মব্রতিনীরা 'আশীর্বাদ কর' শ্লোকটা গান করছিলেন, এমন সময় মেখ্‌তিল্ডা দেখলেন, শ্লোকে উল্লিখিত সমস্ত গুণাবলি নানা ধর্মব্রতিনীর আকারে ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ধর্মব্রতিনীদের মধ্যে একজন, এমনকি সকলের মধ্যে যিনি সুন্দরতমা, হাতে করে সোনার একটা পাত্র তুলে ধরছিলেন, আর অন্য ধর্মব্রতিনীরা সেই পাত্রে সুরভিত সুরা ঢেলে দিলে তিনি তা প্রভুর কাছে অর্পণ করছিলেন। তেমন দৃশ্যে বিস্মিতা হয়ে মেখ্‌তিল্ডা তার অর্থ বুঝতে ইচ্ছা করছিলেন। তখন প্রভু তাঁকে বললেন: 'এ ধর্মব্রতিনী হল বাধ্যতা। কেবল সে-ই আমাকে পান করার জন্য সুরা অর্পণ করতে পারে, কেননা বাধ্যতায়ই অপর সকল সদ্‌গুণের ঐশ্বর্য গচ্ছিত; আর যে ধর্মব্রতিনী প্রকৃতপক্ষেই বাধ্য, তার অন্তরে সেই সমস্ত সদ্‌গুণও থাকার কথা, যথা: সর্বপ্রথমে আত্মার সুস্বাস্থ্য, অর্থাৎ কিনা সেই আত্মায় মৃত্যুজনক পাপ থাকতে নেই; তারপর সেই বিনম্রতা যা পরিচালিকাদের প্রতি দেখানো বাধ্যতায় প্রকাশিত। তাছাড়া প্রকৃত বাধ্য ধর্মব্রতিনী হল পবিত্রতা ও শুচিতার অধিকারিণী, কেননা শুচিতা দেহের ও হৃদয়ের শুদ্ধতা রক্ষা করে। এ সমস্ত সদ্‌গুণ তার খুবই দরকার, যাতে শুভকর্ম সাধনে সে বলবতী হতে পারে ও অনিষ্টের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিজয়িনী হতে পারে।

বাধ্য ধর্মব্রতিনীর অন্য কতগুলো সদ্‌গুণও শোভা পায়, যথা: বিশ্বাস, কেননা বিশ্বাস না থাকলে কেউই ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য হতে পারে না; আশা, যার মধ্য দিয়েই মানুষ ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হয়; ঈশ্বর ও প্রতিবেশীর প্রতি ভালবাসা; মঙ্গলময়তা, যা সকলের প্রতি কোমল ও মমতাপূর্ণ; মিতাচারিতা, যা নিষ্প্রয়োজন সব কিছু বর্জন করে; ধৈর্য, যা প্রতিকূলতার উপর বিজয়ী, এমনকি প্রতিকূলতাকে উপযোগী ও ফলপ্রসূ করে তোলে; পরিশেষে ধর্মশৃঙ্খলা, যা দ্বারা এক একজন নিজ নিজ সঙ্ঘের নিয়ম সূক্ষ্মরূপে পালন করে।'

শ্লোক ইসা ৬৫:১৭,১৮; প্রত্যা ২১:৪

℣ অতীতে যা কিছু ছিল, তা স্মরণে থাকবে না, আর মনে পড়বে না;

℟ কেননা সকলে চিরকাল উল্লাস করবে, পুলকে মেতে উঠবে।

℣ মৃত্যু আর থাকবে না, শোকও থাকবে না, বিলাপ বা দুঃখবেদনাও আর থাকবে না, কারণ আগের সবকিছু গত হল।

℟ কেননা সকলে চিরকাল উল্লাস করবে, পুলকে মেতে উঠবে।

২১শে নভেম্বর

বালিকা মারীয়ার নিবেদন

স্মরণ

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি **উপদেশ ২৫:৭-৮**

বিশ্বাস গুণে যিনি বিশ্বাস করলেন, তিনি বিশ্বাস গুণে গর্ভধারণ করলেন

তোমাদের অনুরোধ করছি, আপন শিষ্যদের দিকে হাত বাড়িয়ে প্রভু যীশুখ্রীষ্ট যা বললেন, তোমরা মনোযোগ দিয়ে সেই কথা শুনে নাও: *এই যে আমার মা; এই যে আমার ভাইয়েরা; কেননা যে কেউ আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে, সে-ই আমার ভাই ও বোন ও মা।* যিনি বিশ্বাস গুণে বিশ্বাস করলেন ও বিশ্বাস গুণে গর্ভধারণ করলেন, যিনি মনোনীতা হলেন যাতে তাঁরই কোলে মানবজাতির মধ্যে আমাদের পরিত্রাণ জন্ম নেয়, তাঁর এই বিশ্বাস গুণে যিনি আপন গর্ভে খ্রীষ্ট সৃষ্ট হবার আগে খ্রীষ্ট দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিলেন, সেই কুমারী মারীয়া কি পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করেননি? নিশ্চয়ই তিনি করলেন। পবিত্রতমা মারীয়া পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করলেন বিধায় খ্রীষ্টের জননী হওয়ার চেয়ে মারীয়ার পক্ষে খ্রীষ্টের শিষ্যা হওয়াই অধিক সম্মানজনক হল। আবার বলছি: খ্রীষ্টের জননী হওয়ার চেয়ে তঁর পক্ষে খ্রীষ্টের শিষ্যা হওয়াই হল অধিক সম্মানজনক, অধিক আনন্দদায়ী। মারীয়া এজন্যই ধন্যা ছিলেন, কেননা গুরুকে জন্ম দেওয়ার আগেও তিনি তাঁকে গর্ভে বরণ করেছিলেন।

আমি যা বলছি, তুমি ভাল করে বিবেচনা করে দেখ তা আসল সত্য কিনা। একদিন প্রভু হেঁটে যেতে যেতে দিব্য অলৌকিক কাজ সাধন করছিলেন, বহু লোকের ভিড়ও তাঁর অনুসরণ করছিল, এমন সময় একটি স্ত্রীলোক বলে উঠল, *ধন্য সেই গর্ভ, যা আপনাকে ধারণ করেছে।* হ্যাঁ, যে গর্ভ আপনাকে বরণ করল, ধন্য সেই গর্ভ! কিন্তু লোকে যাতে দেহমাংস অনুসারেই ধন্য হতে চেষ্টা না করে, সেজন্য প্রভু কী উত্তর দিয়েছিলেন? *এর চেয়ে তারাই ধন্য, যারা ঈশ্বরের বাণী শোনে ও পালন করে।* মারীয়াও ঠিক এ কারণেই ধন্যা, কেননা তিনি ঈশ্বরের বাণী শুনে পালনও করলেন। আপন গর্ভে সেই মাংসের চেয়ে তিনি আসলে আপন অন্তরে সত্যকেই গেঁথে রাখলেন। খ্রীষ্ট তো সত্য, খ্রীষ্ট আবার মাংস; খ্রীষ্ট হলেন মারীয়ার অন্তরে সত্য, খ্রীষ্ট হলেন মারীয়ার গর্ভে মাংস। গর্ভে যা বরণ করা হয়, তার চেয়ে অন্তরেই যা রয়েছে, তা তো মূল্যবান।

মারীয়া পুণ্যময়ী, মারীয়া ধন্যা বটে, অথচ কুমারী মারীয়ার চেয়ে মণ্ডলীই তো শ্রেয়তর। কেন? কারণ মারীয়া মণ্ডলীর একটি অঙ্গ: তিনি পুণ্য একটি অঙ্গ, শ্রেষ্ঠতম একটি অঙ্গ, তিনি এমন অঙ্গ যা সবগুলোর চেয়েও অধিক মর্যাদাপ্রাপ্ত, তথাপি গোটা দেহের পক্ষে তিনি একটি অঙ্গ মাত্র। যখন তিনি গোটা দেহের একটি অঙ্গ, তখন একটি অঙ্গের চেয়ে দেহটি তো অধিক মূল্যবান। প্রভু হলেন মাথা ও গোটা খ্রীষ্ট হলেন মাথা ও দেহ। তাই আমি কী বলব? হ্যাঁ, আমাদের দিব্য মাথা রয়েছে, মাথা হিসাবে আমাদের স্বয়ং ঈশ্বর আছেন।

সুতরাং, হে আমার প্রিয়জনেরা, সুবিবেচক হও: তোমরাও খ্রীষ্টের অঙ্গ, তোমরাও খ্রীষ্টের দেহ। তোমরা কীভাবে তা-ই হও, তা ভাল করে বিবেচনা করে দেখ, কেননা তিনি বললেন, *এই যে আমার মা; এই যে আমার ভাইয়েরা।* তোমরা কেমন করে খ্রীষ্টের মা হবে? যে কেউ শোনে, যে কেউ আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করে, সে-ই তো আমার পক্ষে ভাই, বোন, ও মা। আচ্ছা, তিনি যে 'ভাই' ও 'বোনের' কথা বলেন, তা আমি বুঝি; বাস্তবিকই উত্তরাধিকার একটিমাত্র, আর সেইজন্যে অদ্বিতীয় হয়েও যিনি একা হতে চাইলেন না, সেই খ্রীষ্টের মঙ্গলময়তা এমন ব্যবস্থা করল, যাতে আমরা পিতার উত্তরাধিকারী হয়ে উঠি, তাঁর আপন একই

উত্তরাধিকারের সহউত্তরাধিকারীই হয়ে উঠি।

অতএব আমি বুঝতে পারছি, আমরা খ্রীষ্টের ভাই, এবং পুণ্যবতী ও ভক্ত মহিলারা খ্রীষ্টের বোন; কিন্তু আমরা যে মাতাও, একথা কেমন করে বোঝা সম্ভব? আচ্ছা, কেমন করে মারীয়া খ্রীষ্টের মাতা, এই কারণেই ছাড়া যে, তিনি খ্রীষ্টের অঙ্গগুলিকে প্রসব করলেন? তবে আমাদের কে জন্ম দিয়েছে? আমি তোমাদের হৃদয়ের কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছি: মাতা মণ্ডলীই আমাদের জন্ম দিয়েছে! সুতরাং খ্রীষ্টের অঙ্গগুলো অন্তরে উর্বর হোক, যেভাবে মারীয়া আপন গর্ভে খ্রীষ্টকে ধারণ করে প্রসব করলেন: এইভাবেই তোমরা খ্রীষ্টের মাতা হবে। তোমরা হলে সন্তান, এবার মাতাও হও। তোমরা তখনই সেই মাতার সন্তান হয়েছিলে যখন দীক্ষাস্নাত হয়েছিলে; হ্যাঁ, সেসময় তোমরা খ্রীষ্টের অঙ্গগুলিরূপে জন্ম নিয়েছিলে। তাই দীক্ষাকুন্ডের ধারে যত মানুষকে চালিত কর, তবেই জন্মকালে যেমন সন্তান হয়ে উঠেছিলে, তেমনি জন্মলাভের দিকে অপরকে চালিত করায় খ্রীষ্টের মাতাও হতে পারবে।

শ্লোক ইসা ৬১:১০; লুক ১:৪৬-৪৭ দ্রঃ

℣ প্রভুতে আমি মহাপুলকে পুলকিত, আমার পরমেশ্বরে আমার প্রাণ আনন্দে মেতে ওঠে,
℟ কারণ তিনি আমায় ত্রাণবসন পরিয়েছেন, রত্ন-অলঙ্কৃতা কনেই যেন।
℣ প্রভুর মহিমাকীর্তন করে আমার প্রাণ, আমার ত্রাতা পরমেশ্বরে আমার আত্মা করে উল্লাস,
℟ কারণ তিনি আমায় ত্রাণবসন পরিয়েছেন, রত্ন-অলঙ্কৃতা কনেই যেন।

২২শে নভেম্বর

সাধ্বী সেসিলিয়া, চিরকুমারী ও সাক্ষ্যমর

স্মরণ

দ্বিতীয় পাঠ - ৩২ নং সামসঙ্গীতে সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি **উপদেশ ১:৭-৮**

প্রভুর উদ্দেশে গাও নবগান
নিপুণ হাতে সেতার বাজাও হর্ষধ্বনির সঙ্গে

সেতারের সুরে প্রভুকে জানাও ধন্যবাদ, দশতন্ত্রী বীণা বাজিয়ে তাঁর উদ্দেশে কর স্তবগান। প্রভুর উদ্দেশে গাও নবগান! প্রাচীন সমস্ত বিষয় ত্যাগ কর: নবগানেরই কথা জেনেছ! হ্যাঁ, নবগান, নবসন্ধি, নবমানুষ! নবগান প্রাচীন মানুষের শোভা পায় না। কেবল সেই নব-মানুষেরাই নবগান শেখে, যারা অনুগ্রহ গুণে প্রাচীনতা থেকে নবীকৃত হয়েছে ও সেই নবসন্ধির অধিকারী হয়েছে যা স্বর্গরাজ্য। তারই জন্য আমার সমস্ত প্রেম দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও নবগান গায়। জিহ্বা নয়, জীবন-ই নবগান ধ্বনিত করুক!

তাঁর উদ্দেশে গাও নতুন গান, তাঁর উদ্দেশে উত্তমরূপে গান গাও। প্রত্যেকজন জিজ্ঞাসা করছে, ঈশ্বরের উদ্দেশে সে কেমন করে নবগান গাইবে। তাঁর উদ্দেশে গাও, কিন্তু বেসুরে নয়! তোমার গান তাঁর কানে খারাপ লাগবে, তিনি তা চান না। ভাইবোনেরা, উত্তমরূপেই গান গাও। উত্তম শিল্পীর সামনে যখন তোমাকে বলা হয়, এমনভাবে গান গাও যেন তাঁর তৃপ্তি লাগে, তখন তুমি নিপুণ গায়ক না হলে অস্থির হয়ে ওঠ পাছে শিল্পী অসন্তোষ দেখান: বাস্তবিকই সাধারণ শ্রোতা যা ধরতে পারে না, সুদক্ষ শিল্পী সেই ভুল সহজেই ধরতে পারেন। তবে, কেই বা সেই ঈশ্বরের উদ্দেশে উত্তমরূপে গান করতে এগিয়ে যাবে, যিনি গায়ককে ভাল করেই বিচার করতে পারেন, সবকিছু সূক্ষ্মরূপেই পরীক্ষা করেন, ও দক্ষতার সঙ্গেই সবকিছু শোনেন? কবেই বা তুমি এমন নৈপুণ্যের সঙ্গে গান করতে পারবে যাতে তাঁর সুদক্ষ কানে খারাপ না লাগে?

এই যে, তিনি কেমন যেন গানের সুর তোমাকে দিচ্ছেন: গানের বাণীর সন্ধানে যেয়ো না, ঠিক যেন তুমি নিজের কথায়ই ঈশ্বরের প্রিয় গান ব্যক্ত করতে পার! হর্ষধ্বনির সঙ্গেই গান কর। কেননা ঈশ্বরের উদ্দেশে উত্তমরূপে গান করার অর্থ এ: হর্ষধ্বনির সঙ্গে গান করা। কিন্তু হর্ষধ্বনির সঙ্গে গান করা মানে কি? তার মানে হল: উপলব্ধি করা, এবং হৃদয়ে যা গান করা হয়, তা কথায় ব্যক্ত করতে অক্ষম হওয়া। দেখ, যারা ফসল

কাটার সময়ে বা আঙুরফল সংগ্রহের সময়ে কিংবা কঠিন একটা কাজের সময়ে গান করে, তারা আগে গানের কথাজনিত আনন্দ উপলব্ধি করে, পরে কিন্তু, যখন তাদের অন্তর উল্লাসে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে ও তারা অনুভব করে যে, নিজেদের সেই উল্লাস কথায় আর ব্যক্ত করতে পারে না, তখন গানটির সমস্ত কথা বাদ দিয়ে হর্ষধ্বনি জাগিয়ে তুলেই তৃপ্তি পায়।

অতএব, হর্ষধ্বনি এমন সুর, যা দিয়ে হৃদয় তা-ই ফুটিয়ে তোলে যা কথায় ব্যক্ত করতে অক্ষম। আর সেই অনির্বচনীয় ঈশ্বরের উদ্দেশে ছাড়া কার্ উদ্দেশেই বা তেমন হর্ষধ্বনি জাগিয়ে তোলা অধিক সমীচীন? কেননা তিনিই অনির্বচনীয়, যাঁর কথা তুমি ব্যক্ত করতে পার না। আর যখন তুমি তাঁর কথা ব্যক্ত করতে পার না, অপর দিকে তাঁর বিষয়ে নীরব থাকতেও পার না, তখন হর্ষধ্বনি জাগিয়ে তোলা ছাড়া তোমার করার আর কী থাকে? তবেই বিনা কথায় হৃদয় আনন্দ প্রকাশ করবে, ও তেমন আনন্দের গভীরতা কথার কোন সীমা মানবে না। *তাঁর উদ্দেশে উত্তমরূপে গান গাও হর্ষধ্বনির সঙ্গে!*

শ্লোক সাম ৭১:৮,২৩; ৯:৩

প্র আমার মুখ তোমার প্রশংসায় পূর্ণ, পূর্ণই তোমার কান্তিতে সারাদিন ধরে।
উ তোমার কর্মকীর্তি বর্ণনা ক'রে আনন্দচিৎকারে মুখর হয়ে উঠবে আমার ওষ্ঠ।
প্র তোমাতে আনন্দ করব, করব উল্লাস; করব তোমার নামগান, হে পরাৎপর।
উ তোমার কর্মকীর্তি বর্ণনা ক'রে আনন্দচিৎকারে মুখর হয়ে উঠবে আমার ওষ্ঠ।

২৩শে নভেম্বর

পোপ প্রথম ক্লেমেণ্ট, সাক্ষ্যমর

দ্বিতীয় পাঠ - করিন্থীয়দের কাছে পোপ প্রথম ক্লেমেণ্টের পত্র ৩৫:১-৫; ৩৬:১-২; ৩৭:১,৪-৫; ৩৮:১-২,৪

ঈশ্বরের দানগুলি চমৎকার ও অপরূপ

প্রিয়জনেরা, ঈশ্বরের দানগুলি কতই না চমৎকার ও অপরূপ! অমর জীবন, ধর্মময়তা জনিত জ্যোতি, স্বাধীনতার আশ্রয়ে সত্য, আস্থাপূর্ণ বিশ্বাস, পবিত্র শুচিতা: এমনকি এসব কিছু আমাদের চেতনার আয়ত্তে! তবে যে দানগুলি ঈশ্বর প্রস্তুত করেছেন তাদের জন্য যারা তাঁর প্রতীক্ষায় রয়েছে, সেগুলি কী কী? সর্বযুগের সেই নির্মাতা ও মহাপ্রভু, সেই পরমপবিত্রজন, তিনিই তো সেগুলির মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য জানেন। সুতরাং এসো, সংগ্রাম করি যেন তাদের মধ্যে পরিগণিত হতে পারি যারা তাঁর প্রতীক্ষায় রয়েছে, যেন অঙ্গীকৃত দানগুলির সহভাগী হতে পারি।

কিন্তু প্রিয়জনেরা, তেমন কিছু কেমন করে হতে পারবে? যত অন্যায়, অধর্ম, কৃপণতা, বিভেদ, শঠতা, চালাকি, পরচর্চা, পরনিন্দা, ঈশ্বরঘৃণা, গর্ব, দর্প, দম্ভ ও আতিথেয়তা-শূন্যতা আমাদের কাছ থেকে দূর করে দিয়ে আমাদের মন যদি বিশ্বস্ততার সঙ্গে ঈশ্বরে স্থির থাকে, আমরা যদি সেই সবকিছুর অন্বেষণ করি যা তাঁর কাছে সন্তোষজনক ও গ্রহণীয়, আমরা যদি সেই সবকিছু পূরণ করি যা তাঁর নিখুঁত ইচ্ছা অনুযায়ী, ও তাঁর সত্যপথ পালন করি, তবেই সেগুলি লাভ করব।

প্রিয়জনেরা, এই তো সেই পথ যেখানে আমরা আমাদের পরিত্রাণ পাই, যেখানে পাই সেই যীশুখ্রীষ্টকে যিনি আমাদের অর্ঘ্য-নিবেদনের মহাযাজক, আমাদের দুর্বলতায় রক্ষাকর্তা ও সহায়ক।

তাঁর মধ্য দিয়ে আমরা ঊর্ধ্বলোকে দৃষ্টি রাখি, তাঁর মধ্য দিয়ে তাঁর নিষ্কলঙ্ক ও সর্বোচ্চ শ্রীমুখ দেখি, তাঁর মধ্য দিয়ে আমাদের মনশ্চক্ষু উন্মোচিত হল, তাঁর মধ্য দিয়ে আমাদের নির্বোধ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন মন আলোর দিকে প্রস্ফুটিত হয়, তাঁর মধ্য দিয়ে আমাদের প্রভু ইচ্ছা করলেন আমরা অমর প্রজ্ঞা আস্বাদন করব; কারণ যিনি *ঈশ্বরের গৌরবের প্রভা,* তিনি *স্বর্গদূতদের তুলনায় ততই মহান, যত শ্রেষ্ঠ হল সেই নাম যা তাঁকে দেওয়া হয়েছে।*

অতএব ভ্রাতৃগণ, এসো, তাঁর নির্ভুল আদেশগুলো পালন করে যথাশক্তি সংগ্রাম করি। ছোটদের ছাড়া বড়রা

থাকতে পারে না, বড়দের ছাড়া ছোটরাও নয়; সকলের মধ্যে একপ্রকার সংমিশ্রণ রয়েছে; আর এতেই তো রয়েছে উপকার! এসো, আমাদের নিজেদের দেহের কথা ধরি: পা বিনা, মাথা কিছু নয়, একইপ্রকারে মাথা বিনা, পা কিছু নয়; আমাদের দেহের কনিষ্ঠ অঙ্গগুলি সমগ্র দেহের জন্য প্রয়োজনীয় ও উপকারী; এমনকি যাতে গোটা দেহ রক্ষা পায়, সবগুলো একসঙ্গে কাজ করে ও একই অধীনতায় একতাবদ্ধ হয়।

অতএব আমাদের গোটা দেহ যেন খ্রীষ্টযীশুতে রক্ষা পায়; এক একজনকে দেওয়া ভূমিকা অনুসারে এক একজন যেন আপন প্রতিবেশীর অধীনে থাকে। যে শক্তিশালী, সে দুর্বলের প্রতি যত্নশীল হোক; যে দুর্বল, সে শক্তিশালীর মর্যাদা মেনে নিক। যে ধনী, সে গরিবকে সাহায্য করুক; যে গরিব, সে ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করুক, কারণ ঈশ্বর তার জন্য এমন ব্যবস্থা করেছেন যাতে কেউ তার নিঃস্বতায় তাকে সাহায্য করে। যে জ্ঞানী, সে কথায় নয়, কল্যাণকর কাজেই যেন নিজ জ্ঞান প্রকাশ করে। যে বিনম্র, সে যেন নিজের বিষয়ে সাক্ষ্য না দেয়, অন্যরাই বরং যেন তার বিনম্রতা বিষয়ে সাক্ষ্য বহন করে। তাই, যেহেতু আমরা তাঁরই কাছ থেকে সবকিছু পেয়েছি, সেজন্য সবকিছুতে তাঁকেই কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত, যাঁর গৌরব যুগে যুগান্তরে। আমেন।

শ্লোক মথি ৭:২৪; ১ পি ২:২২; ১ সামু ২:২৮; সিরা ৪৪:১৬,১৭ দ্রঃ

প্র এই যে, সেই বুদ্ধিমান ব্যক্তি যিনি শৈলের উপরে নিজের ঘর গাঁথলেন ও যাঁর মুখে কোন ছলনা ছিল না।
উ ঈশ্বর তাঁকে আপন যাজক করে বেছে নিয়েছেন।
প্র এই যে, সেই মহাযাজক, যিনি জীবনকালে প্রভুর গ্রহণযোগ্য হলেন ও ধার্মিক বলে পরিগণিত হলেন।
উ ঈশ্বর তাঁকে আপন যাজক করে বেছে নিয়েছেন।

২৪শে নভেম্বর

সাধু কলম্বান, মঠাধ্যক্ষ

দ্বিতীয় পাঠ - মঠাধ্যক্ষ সাধু কলম্বান-লিখিত ‘নির্দেশবাণী’ ১১:১-২

ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে গড়া মানুষের মহত্ত্ব

মোশী বিধান-পুস্তকে লিখেছেন: *ঈশ্বর মানুষকে তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে, তাঁর নিজের সাদৃশ্যে সৃষ্টি করলেন।* তোমাদের অনুরোধ করি: এ উক্তির মাহাত্ম্য লক্ষ কর। সর্বশক্তিমান, অদৃশ্য, দুর্জ্ঞেয়, অবর্ণনীয়, অপরিমেয় ঈশ্বর মাটি থেকে মানুষকে গড়ে আপন প্রতিমূর্তির মর্যাদায় ভূষিত করলেন। ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের কী সম্বন্ধ থাকতে পারে? আত্মার সঙ্গে মাটির কী সম্পর্ক থাকতে পারে? বাস্তবিকই *ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ।* আহা, কেমন মহা প্রসন্নতার ব্যাপার যে, ঈশ্বর আপন সনাতন বৈশিষ্ট্যের প্রতিমূর্তি ও আপন গুণাবলির সাদৃশ্য মানুষকে দিলেন! ঈশ্বরের সঙ্গে তেমন সাদৃশ্য মানুষের মহামর্যাদার বিষয় বটে, মানুষ কিন্তু যেন তা রক্ষা করে। কেননা ঈশ্বর যে গুণাবলি মানুষের আত্মায় সঞ্চার করেছেন, মানুষ যদি তা যথোচিতভাবে ব্যবহার করে, তবে সে ঈশ্বরের সদৃশ হয়ে উঠবে। সুতরাং, ঈশ্বর এ শিক্ষা দিয়েছেন যে, আমাদের আদি অবস্থায় তিনি আমাদের অন্তরে যত সদ্‌গুণ বপন করেছিলেন, তাঁর আদেশ পালনের মধ্য দিয়েই তা তাঁকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

প্রথম আদেশ এ: *আমাদের প্রভুকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবাসব, কেননা তিনিই প্রথমে আমাদের ভালবেসেছেন* সেই শুরু থেকেই যখন আমরা অস্তিত্বহীন ছিলাম। কেননা ঈশ্বরের ভালবাসা হল তাঁর প্রতিমূর্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা। সে-ই ঈশ্বরকে ভালবাসে, যে তাঁর আজ্ঞাগুলো পালন করে, কেননা তিনি বললেন: *তোমরা যদি আমাকে ভালবাস আমার আজ্ঞাগুলো পালন করবে।* আর তাঁর আজ্ঞা হল পারস্পরিক ভালবাসা, যেমনটি লেখা আছে: *আমার আজ্ঞা এ: তোমরা পরস্পরকে ভালবাস, আমি তোমাদের যেভাবে ভালবেসেছি।*

তবু প্রকৃত ভালবাসা কেবল কথায় প্রকাশ পায় না, *কিন্তু কাজে ও সত্যকার* ভালবাসায় প্রকাশ পায়। অতএব এসো, যিনি আমাদের ঈশ্বর, আমাদের সেই পিতার কাছে তাঁর অবিকৃত ও পবিত্রতায় সংরক্ষিত প্রতিমূর্তি ফিরিয়ে দিই, কেননা তিনি পবিত্র, যেমনটি লেখা আছে: *তোমরা পবিত্র হও, কারণ আমি নিজে পবিত্র।* এসো, তাঁর কাছে তাঁর প্রতিমূর্তিকে ভালবাসার মধ্য দিয়েই ফিরিয়ে দিই, কারণ তিনি নিজেই ভালবাসা, যেমনটি যোহন বলেছেন: *ঈশ্বর ভালবাসা।* এসো, তাঁর কাছে সেই প্রতিমূর্তিকে মঙ্গলময়তায় ও সত্যেই ফিরিয়ে দিই,

কারণ তিনি নিজেই মঙ্গলময় ও সত্যময়। আমরা যেন তেমন শিল্পীর মত না হই, যে ভিন্ন প্রকার প্রতিমূর্তি তৈরি করে; কেননা যে কেউ হিংস্র, ক্রোধ-প্রবণ বা গর্বিত, সে নিজের অন্তরে এক স্বৈরাচারীরই প্রতিমূর্তি তৈরি করে।

সুতরাং, যেন এমনটি না হয় যে আমরা নিজেদের অন্তরে স্বৈরাচারীর মত প্রতিমূর্তি প্রবেশ করাই, সেজন্য খ্রীষ্টই যেন আমাদের অন্তরে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি তৈরি করেন; এ কাজ তিনি শান্তি দানেই সম্পাদন করবেন, যেমনটি বললেন: *আমি তোমাদের জন্য শান্তি রেখে যাচ্ছি, আমারই শান্তি তোমাদের দান করছি।* কিন্তু তবুও আমরা শান্তিকে উত্তম বিষয় বলে জানলেও তা যদি উত্তমরূপে রক্ষা না করি, তবে তাতে কী লাভ? আসলে সর্বোত্তম বস্তু সাধারণত সবচেয়ে ভঙ্গুরও বস্তু; আর মূল্যবান বস্তু অধিকতর সতর্কতা ও তৎপরতা দাবি করে। যা একটামাত্র কথার ফলেও ভাঙে, বা ভাইয়ের প্রতি সামান্যতম অপমানের ফলেও নষ্ট হয়, তা-ই ভঙ্গুর; কেননা পরচর্চা, পরনিন্দা, নিষ্প্রয়োজন আলাপ ও অনুপস্থিতদের দোষত্রুটি তুলে ধরা—এ সমস্তের চেয়ে প্রীতিকর কাজ মানুষের আর কিছু নেই। অতএব, *প্রভু আমাকে এমন দীক্ষাপ্রাপ্ত জিহ্বা দিয়েছেন, যেন আমি বুঝতে পারি, ক্লান্ত মানুষকে কেমন সান্ত্বনার বাণী দিতে হয়,* একথা যারা বলতে পারে না, তাদের নীরব থাকা উচিত; আর কিছু বললে, তা যেন শান্তির কথাই হয়।

শ্লোক লুক ৬:৪৭-৪৯; সিরা ২৫:১০,১১ দ্রঃ

প্র সুখী সেই মানুষ, যে আমার কাছে এসে আমার বাণীগুলো শুনে তা পালন করে!
উ সে তেমন এক লোকের মত, যে ঘর গাঁথতে গিয়ে গভীরেই মাটি খুঁড়ে নিল ও শৈলের উপরে ভিত স্থাপন করল।
প্র যে প্রভুকে ভয় করে, তার চেয়ে মহান কেউ নেই; যে কেউ তা জয় করেছে, তার সঙ্গে কার্ তুলনা করা যাবে?
উ সে তেমন এক লোকের মত, যে ঘর গাঁথতে গিয়ে গভীরেই মাটি খুঁড়ে নিল ও শৈলের উপরে ভিত স্থাপন করল।

২৫শে নভেম্বর

সাধু আন্দ্রিয় দুং লাক, পুরোহিত ও তাঁর সঙ্গীরা, সাক্ষ্যমর

স্মরণ

দ্বিতীয় পাঠ - সেমিনারীর ছাত্রদের কাছে সাধু পল লে-বাও-তিং এর পত্র

মাথা-খ্রীষ্টের জয়লাভে সাক্ষ্যমরদের সহভাগিতা

খ্রীষ্টনামের জন্য বন্দি পল এই আমি তোমাদের কাছে সেই সমস্ত ক্লেশের কথা জানাতে চাই যার মধ্যে আমি প্রত্যেকদিন আমন্ত্রিত, যেন দিব্য প্রেম দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়ে তোমরা আমার সঙ্গে ঈশ্বরের প্রশংসাগান করে বল, *তাঁর কৃপা চিরস্থায়ী।*

হ্যাঁ, এই যে কারাগারে আমি আছি, তা সত্যিই চিরন্তন নরকেরই ছবি: নানা প্রকার পীড়ন ছাড়া যথা বেড়ি, লোহার শেকল, দড়ি ছাড়া আর কতগুলো যন্ত্রণাও ভোগ করতে হয় যেমন, ক্রোধ, প্রতিশোধ, দুর্নাম, অশ্লীল ভাষা, মিথ্যা অভিযোগ, কুকাজ, অন্যায়-শপথ, অভিশাপ ও পরিশেষে দুঃখ ও শোক।

যিনি জ্বলন্ত চুল্লি থেকে সেই তিনজন যুবককে মুক্ত করেছিলেন, সেই ঈশ্বর সবসময়ই আমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন; আমাকেও তিনি এ সমস্ত ক্লেশ থেকে মুক্ত করে তা মাধুর্যেই পরিণত করেছেন: *তাঁর কৃপা চিরস্থায়ী।*

এই যে সমস্ত পীড়ন যা সাধারণত অপরকে নত করে ছিন্নই করে, ঈশ্বরের অনুগ্রহ গুণে আমি তেমন পীড়নের মধ্যেও সুখে ও আনন্দে পরিপূর্ণ, কেননা আমি একা নই, খ্রীষ্টই আমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন। আমাদের গুরু বলে তিনি ক্রুশের সমস্ত ভার নিজে বহন করে কেবল তার ক্ষুদ্র ও সামান্য একটা অংশই আমার মাথায় চাপিয়ে দেন: তিনি নিজেই যোদ্ধা, আমার যুদ্ধের কেবল দর্শক নন; তিনিই বিজয়ী ও সকল সংগ্রামের জন্য উপযোগী ব্যবস্থা করে থাকেন। তাঁর মাথায় চমৎকার এমন এক জয়মুকুট রয়েছে, অঙ্গগুলো আমরাও যার অংশী।

হায় হায়, হে খেরুব ও সেরাফদূতদের ঊর্ধ্বে আসীন প্রভু, আমি যখন প্রতিদিন সেই সকল সম্রাট, মান্ডারিন ও তাঁদের রাজপুরুষদের দেখি যারা তোমার পবিত্র নামের নিন্দা করে, তখন তেমন জঘন্য দৃশ্য কেমন করে সহ্য করব?

দেখ, বিধর্মীরা তোমার ক্রুশ পদদলিত করে! তোমার গৌরব কোথায়? এসব কিছু দেখে আমি তোমার প্রেমে উদ্দীপিত হয়ে এতেই বরং প্রীত যে, আমারই অঙ্গগুলোকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করা হোক, আমি যেন তোমার প্রেমের উদ্দেশ্যে সাক্ষ্যমরণ বরণ করি।

প্রভু, আমাকে দেখাও তোমার পরাক্রম; আমার সহায়তায় এসে আমাকে ত্রাণ কর, যেন সকল জাতির সামনে আমার দুর্বলতায় তোমার শক্তি প্রকাশিত ও গৌরবান্বিত হয়, ও পথে টলমান আমাকে দে'খে আমার শত্রুরা যেন জয়োল্লাস না করে।

প্রিয় ভাই, একথা শুনে তোমরা আনন্দের সঙ্গে সর্বমঙ্গলের উৎস সেই ঈশ্বরের উদ্দেশে ধন্যবাদগীতি জাগাও ও আমার সঙ্গে তাঁকে ধন্য বল: *তাঁর কৃপা চিরস্থায়ী।* প্রভুর মহিমাকীর্তন করুক আমার প্রাণ, আমার পরমেশ্বরে আমার আত্মা করুক উল্লাস, কারণ তাঁর এ দাসের বিনম্রতার দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন তিনি: এখন থেকে যুগে যুগে সকলে আমাকে সুখী বলবে: *তাঁর কৃপা চিরস্থায়ী।*

প্রভুর প্রশংসা কর, সকল দেশ; তাঁর মহিমাকীর্তন কর সকল জাতি, কেননা সংসারের চোখে যা দুর্বল, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন শক্তিশালীদের লজ্জা দেবার জন্য; যা অবজ্ঞাত, তা-ই বেছে নিয়েছেন প্রভাবশালীদের লজ্জা দেবার জন্য। যারা এসংসারের জ্ঞানীদের শিষ্য, সেই সকল দার্শনিকদের তিনি আমার জিহ্বা ও বুদ্ধি দ্বারাই লজ্জাচ্ছন্ন করেছেন: *তাঁর কৃপা চিরস্থায়ী।*

আমি তোমাদের কাছে এসমস্ত কিছু লিখছি, যেন তোমাদের বিশ্বাস ও আমার বিশ্বাস এক-বিশ্বাস হয়। এ ঝড়ের মাঝে আমি আমার নঙ্গর ঈশ্বরের সিংহাসন পর্যন্তই ছুড়ে দিই—তিনিই আমার হৃদয়ে বিরাজিত জীবন্ত প্রত্যাশা।

আর তোমরা, হে প্রিয়তম ভাই, এমনভাবেই দৌড় দাও যাতে জয়মালা পেতে পার; বিশ্বাসের রণসজ্জা পরিধান কর, খ্রীষ্টের অস্ত্র ডানে বামে গ্রহণ কর, আমার প্রতিপালক পল যেভাবে শিক্ষা দেন। সর্বাঙ্গীণ হয়ে বাইরে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে খোঁড়া বা এক চোখে অন্ধ হয়ে ঐশজীবনে প্রবেশ করাই তোমাদের পক্ষে শ্রেয়।

তোমাদের প্রার্থনা দ্বারা আমার সাহায্যে এসো, আমি যেন বিধিমত লড়াই করতে পারি, আর শুধু তা নয়, আমি যেন সংগ্রামে শেষ পর্যন্তই সুস্থির হয়ে দাঁড়াতে পারি, যাতে করে আমার নির্ধারিত দৌড় আনন্দের মধ্যে শেষ করতে পারি।

এ যুগে আমাদের মধ্যে যদি আর কখনও দেখা-সাক্ষাৎ না হয়, তবে ভাবী যুগে এ হবে আমাদের সুখ: নিষ্কলঙ্ক মেষশাবকের সিংহাসনের সামনে দাঁড়িয়ে চিরকালের মত বিজয়ের আনন্দে মেতে উঠে আমরা একাত্ম হয়ে তাঁর প্রশংসাগান করব। আমেন।

শ্লোক হিব্রু ১২:১-৩

প্র এসো, আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের জন্য নির্দিষ্ট সেই দৌড় দৌড়োই।
উ এসো, বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠাতা ও তার সিদ্ধতার সাধক যীশুর দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখি।
প্র ভাল করে বিবেচনা করে দেখ তাঁরই কথা, যিনি পাপীদের তত বড় বিরোধিতা সহ্য করলেন, যেন তোমরা নিরাশার ফলে ভেঙে না পড়।
উ এসো, বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠাতা ও তার সিদ্ধতার সাধক যীশুর দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখি।

২৬শে নভেম্বর

সাধু সিলভেস্তার, মঠাধ্যক্ষ

দ্বিতীয় পাঠ - মঠাধ্যক্ষ যোহন কাসিয়ানুস-লিখিত 'আলোচন-মালা'

১৪শ উপদেশ ৫; ১৯শ উপদেশ ৬,৮,৯

খাঁটি বিজনাশ্রমী
অন্তরকে পার্থিব সমস্ত বিষয় থেকে মুক্ত রাখেন

এ উপযোগী ও সমীচীন যে, শুরু-করা জীবনাশ্রম অনুসারে ও গৃহীত অনুগ্রহ অনুসারে প্রত্যেকজন সমস্ত আগ্রহ ও তৎপরতার সঙ্গে শুরু করা কাজ সম্পন্ন করায় নিবিষ্ট থাকবে। একজন পরের গুণাবলি দে'খে সঙ্গতভাবেই বিস্মিত হয়ে সেগুলির প্রশংসা করতে পারবে বটে, কিন্তু এজন্যই যে নিজের মনোনীত জীবনাশ্রম থেকে সরে যাবে তা সঙ্গত নয়। বরং তার স্মরণ করা উচিত যে, প্রেরিতদূতের কথা অনুসারে মণ্ডলীর দেহ এক কিন্তু তার অঙ্গ বহু, এবং *আমাদের যে অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে, সেই অনুসারে আমরা বিশেষ বিশেষ অনুগ্রহদানের অধিকারী।*

ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার পথ বহু: প্রত্যেকে যেন শেষ পর্যন্তই শুরু করা পথ ধরে চলে, ও বেছে নেওয়া দিকের দিকে ধাবিত হয়ে অবিচল থাকে। তার মনোনীত জীবনাশ্রম যাই হোক না কেন, সে সেই জীবনাশ্রমে থেকে নিজের সিদ্ধতায় পৌঁছতে পারবেই।

সত্য কথা বলতে গেলে, প্রান্তর-জীবনের অনস্বীকার্য মূল্যবোধ স্বীকার করেও আমি ঐক্যবদ্ধ জীবন-বাসীদের সেই সমস্ত মূল্যবোধ হ্রাসীকৃত করতে সম্মত নই যথা: আগামীকালের চিন্তা থেকে মুক্ত হওয়া, শেষ পর্যন্তই আব্বার অধিকারের অধীন থাকা তাঁরই অনুকরণে যাঁর বিষয়ে লেখা আছে: *তিনি মৃত্যু পর্যন্ত নিজেকে বাধ্য করায় নিজেকে অবনমিত করলেন।* উপরন্তু আমি বিনম্রতার সঙ্গে প্রভুর নিজেরই বাণী বলতে পারি: *আমার নিজের ইচ্ছা পালন করতে নয়, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁরই ইচ্ছা পালন করতে আমি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছি।*

কেননা ঐক্যবদ্ধ জীবন-বাসীর প্রধান লক্ষ্যই নিজের ইচ্ছা অস্বীকার ও ক্রুশবিদ্ধ করা এবং আগামীকালের বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকা—সুসমাচারে প্রস্তাবিত সিদ্ধতার আদেশ অনুসারে। আর ঐক্যবদ্ধ জীবন-বাসী যে তেমন সিদ্ধতা বাস্তবায়িত করার জন্য উত্তম জীবনাবস্থায়ই জীবনযাপন করে, তা সন্দেহের অতীত।

তারই বিষয়ে নবী ইসাইয়া একথা বলেন: *যদি তুমি সাব্বাৎ-লঙ্ঘন থেকে তোমার পা ফেরাও, যদি আমার উদ্দেশে পবিত্র সেই দিনে ইচ্ছামত ব্যবহার না কর, যদি সাব্বাৎকে 'পুলক' ও প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র দিনকে 'গৌরবমন্ডিত' বল, যদি তোমার নিজের পথে না চলে, ইচ্ছামত ব্যবহার না করে, ও অসার কথা না বলে দিনটিকে গৌরবমন্ডিত কর, তবে তুমি প্রভুতেই পুলক পাবে; এবং আমি এমনটি করব, যেন তুমি দেশের উচ্চস্থানগুলিতে চড় ও তোমার পিতা যাকোবের উত্তরাধিকার ভোগ কর, কারণ প্রভুর মুখ একথা উচ্চারণ করেছে।*

অন্য দিকে, বিজনাশ্রমীর সিদ্ধতা এতেই সাধিত যে, সে পার্থিব সমস্ত বিষয় থেকে অন্তর মুক্ত রাখবে, ও মানব-দুর্বলতার পক্ষে যতখানি সম্ভব, সে খ্রীষ্টের সঙ্গে মিলিত হতে ততখানি চেষ্টা করবে। বিজনাশ্রমীর বিষয়ে নবী যেরেমিয়া একথা বলেন: *তরুণ বয়স থেকে জোয়াল বহন করা মানুষের পক্ষে মঙ্গল। সে একাকী বসুক, নীরব থাকুক, তিনিই তার ঘাড়ে তা চেপে রাখছেন।* আর সামসঙ্গীত-রচয়িতা এ কথাও বলেন: *আমি যেন প্রান্তরে একটা গগনভেলা, ধ্বংসস্তূপের মধ্যে একটা পেঁচক যেন, ছাদের উপরে বসা সঙ্গীহীন পাখির মত আমি রোদন করতে করতে জেগে থাকি।* যে কেউ বিজনাশ্রমে প্রান্তরের নির্জনাবস্থা ও মঠে সহভাইদের দুর্বলতা সহ্য করতে পারে, সে-ই প্রকৃতপক্ষে ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সিদ্ধপুরুষ।

শ্লোক দ্বিঃবিঃ ২:৭; ৮:৫

℟ তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার হাতের সমস্ত কাজে তোমাকে আশীর্বাদ করেছেন; এই বিরাট মরুপ্রান্তরের

মধ্য দিয়ে তোমার যাত্রায় তিনি তোমার পিছু পিছু চললেন;
উ॰ তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন।
প্র॰ যেমন পিতা তার আপন ছেলেকে শাসন করেন, তেমনি তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে শাসন করেন।
উ॰ তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন।

৩০শে নভেম্বর

সাধু আন্দ্রিয়, প্রেরিতদূত

পর্ব

প্রথম পাঠ - ১ করি ১:১৮–২:৫

প্রেরিতদূতগণ ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টের কথা প্রচার করেন

ভ্রাতৃগণ, যারা বিনাশের দিকে চলছে, তাদের কাছে ক্রুশের বাণী মূর্খতার নামান্তর; কিন্তু যারা পরিত্রাণ পাচ্ছি, সেই আমাদের কাছে তা ঈশ্বরের পরাক্রম। কারণ লেখা আছে: *আমি ধ্বংস করে দেব প্রজ্ঞাবানের প্রজ্ঞা, ব্যর্থ করে দেব বুদ্ধিমানের বুদ্ধি।* প্রজ্ঞাবান কোথায়? শাস্ত্রবিদ কোথায়? এই যুগের তর্কবাগীশ কোথায়? ঈশ্বর কি জগতের প্রজ্ঞাকে মূর্খ বলে দেখাননি? কেননা ঈশ্বরের প্রজ্ঞাময় সঙ্কল্প অনুসারে যখন জগৎ নিজের প্রজ্ঞা দ্বারা ঈশ্বরকে জানতে পারেনি, তখন ঈশ্বর এতে প্রসন্ন হলেন যে, প্রচারের মূর্খতা দ্বারাই তিনি বিশ্বাসীদের পরিত্রাণ সাধন করবেন। তাই ইহুদীরা নানা চিহ্ন দেখবার দাবি করতে করতে ও গ্রীকেরা প্রজ্ঞার সন্ধান করতে করতে আমরা এমন ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টকে প্রচার করি, যিনি ইহুদীদের পক্ষে স্খলনের কারণ ও বিজাতীয়দের কাছে মূর্খতার নামান্তর; কিন্তু আহূত যারা—তারা ইহুদী হোক বা গ্রীক হোক—তাদের কাছে আমরা এমন খ্রীষ্টকে প্রচার করি, যিনি ঈশ্বরের পরাক্রম ও ঈশ্বরের প্রজ্ঞা। কারণ যা ঈশ্বরের মূর্খতা, তা মানুষের চেয়ে প্রজ্ঞাময় এবং যা ঈশ্বরের দুর্বলতা, তা মানুষের চেয়ে শক্তিশালী।

ভাই, একটু বিচার-বিবেচনা কর, তোমরা নিজেরা কেমন ভাবে আহূত হয়েছ: আসলে—জাগতিক বিচার অনুসারে—তোমাদের মধ্যে প্রজ্ঞাবান বলতে বেশি কেউ নেই, ক্ষমতাশালী বলতে বেশি কেউ নেই, সম্ভ্রান্ত বংশীয় বলতে বেশি কেউ নেই; কিন্তু জগতের যা মূর্খ, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন প্রজ্ঞাবানদের লজ্জা দেবার জন্য; এবং জগতের যা দুর্বল, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন, যা শক্তিশালী, তা লজ্জা দেবার জন্য; এবং জগতের যা হীন, অবজ্ঞাত, যার কোন অস্তিত্ব নেই, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন, যার অস্তিত্ব আছে, তা নস্যাৎ করে দেবার জন্য, যেন কোন মর্তমানুষ ঈশ্বরের সামনে গর্ববোধ করতে না পারে। তাঁরই জন্যে তোমাদের সেই খ্রীষ্টযীশুতে একটা অস্তিত্ব আছে, যিনি আমাদের জন্য হয়ে উঠেছেন ঈশ্বর থেকে আগত প্রজ্ঞা—অর্থাৎ ধর্মময়তা, পবিত্রতা ও মুক্তি; যেমনটি লেখা আছে: *যে কেউ গর্ব করতে চায়, সে প্রভুতেই গর্ব করুক।*

ভাই, আমি যখন তোমাদের কাছে এসেছিলাম, তখন এসে ভাষা বা প্রজ্ঞার উৎকৃষ্টতা অনুসারেই যে তোমাদের কাছে ঈশ্বরের রহস্য জানিয়েছি, তা নয়; কেননা আমি মনে স্থির করেছিলাম, তোমাদের মধ্যে আমি যীশুখ্রীষ্টকে ছাড়া, ক্রুশবিদ্ধই যীশুখ্রীষ্টকে ছাড়া আর অন্য কিছু চিনব না। আমি দুর্বলতায়, ভয়ে ও কম্পিত অন্তরেই তোমাদের কাছে এসেছিলাম, আর আমার বাণী ও আমার প্রচার প্রজ্ঞার চিত্তগ্রাহী ভাষার উপর নির্ভর করছিল না, বরং আত্মাকে ও তাঁর পরাক্রম প্রকাশ করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য, যেন তোমাদের বিশ্বাস মানবীয় প্রজ্ঞার উপরে নয়, ঈশ্বরের পরাক্রমের উপরেই নির্ভর করে।

শ্লোক মথি ৪:১৮,১৯ দ্রঃ

প্র॰ প্রভু গালিলেয়া সাগরের তীর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দেখতে পেলেন, পিতর ও আন্দ্রিয় সাগরে জাল ফেলছেন; তাঁদের আহ্বান করে বললেন:
উ॰ আমার পিছনে এসো; আমি তোমাদের করে তুলব মানুষ-ধরা জেলে।
প্র॰ পেশায় তাঁরা ছিলেন জেলে, আর প্রভু তাঁদের বললেন:
উ॰ আমার পিছনে এসো; আমি তোমাদের করে তুলব মানুষ-ধরা জেলে।

দ্বিতীয় পাঠ - যোহন ইউস্তুস লান্ড্‌সবের্গের উপদেশ

ক্রুশের আকাঙ্ক্ষী আন্দ্রিয়

আন্দ্রিয় মনে মনে ভাবলেন, কতই না লজ্জাকর ও অচিন্তনীয় ব্যাপার যদি তিনিও আপন গুরুর জন্য, এমনকি তাঁর সেই আপন ঈশ্বরেরই জন্য প্রাণ না দিতে পারেন যিনি সকলের জন্য প্রাণ দিলেন! তাছাড়া তিনি এ কথাও জানতেন যে, প্রভুর চেয়ে দাস বড় নয়, গুরুর চেয়েও শিষ্য বড় নয়। তিনি তো সেই কোমল ও নম্র যীশুকেই শুনেছিলেন যখন তাঁর নিজের কাছে ও অন্য সকল প্রেরিতদূতের কাছে বলেছিলেন: *পিতা যেমন আমাকে প্রেরণ করেছেন*—তথা যন্ত্রণাভোগ করতেই প্রেরণ করেছেন—, *তেমনি আমিও তোমাদের প্রেরণ করছি*, আমি যা সহ্য করেছি তোমরাও যেন তা সহ্য কর। সংসার যেভাবে আমাকে গ্রহণ করেছে, তোমরা প্রত্যাশা করো না সংসার তোমাদের তার চেয়ে অন্যভাবেই গ্রহণ করবে, কেননা আমি দেহের আমোদের মধ্যে নয়, আত্মারই আমোদের মধ্যে তোমাদের প্রেরণ করছি; আরও, বাহ্যিক শান্তির দিকে নয়, আন্তরিক শান্তির দিকে; আরামের দিকে নয়, পরিশ্রমের দিকে, এমনকি ক্রুশ, মৃত্যু, সঙ্কট ও প্রতিকূলতারই দিকে প্রেরণ করছি। সুতরাং, যীশুর ইচ্ছা জেনে নিয়ে সেসময় থেকে ধন্য আন্দ্রিয় এভাবেই খ্রীষ্টের সেবা করতে ও এভাবেই তাঁর প্রতি বাধ্য হতে সাধ্যমত চেষ্টা করলেন, কেননা তিনি জানতেন এতেই প্রভু প্রীত হবেন। দিব্য প্রেমের আগুনে জ্বলন্ত হয়ে তিনি যন্ত্রণাভোগ করতে ও ক্রুশের উপরেই মরতে আগ্রহের সঙ্গে বাসনা করলেন: তিনি ব্যগ্রতার সঙ্গে সাক্ষ্যমরণের অন্বেষণ করলেন।

ক্রুশ দেখে তিনি বলে উঠলেন: ‘হে উৎকৃষ্ট ক্রুশ, যা প্রভুর দেহে অলঙ্কৃত ও সম্মানিত হয়েছ! হে ক্রুশ, যা আমি দীর্ঘ দিন ধরে বাসনা করেছি, আসক্তির সঙ্গেই ভালবেসেছি, অবিরতই অন্বেষণ করেছি! যে প্রাণ তোমার জন্যই আকাঙ্ক্ষী, এবার তুমি আমার সেই প্রাণের জন্য তৈরী! সংসারের হাত থেকে আমাকে গ্রহণ করে আমার প্রভুর কাছে আমাকে ফিরিয়ে দাও, যিনি তোমার দ্বারা আমার মুক্তি সাধন করেছেন, তিনি যেন তোমার দ্বারা আমাকে ফিরে পেতে পারেন।’

প্রিয়জনেরা, তোমরা তো দেখতে পাচ্ছ, এ প্রভুভক্ত কেমন সম্পূর্ণরূপেই সংসার ও দেহকে জয় করেছেন; দেখতে পাচ্ছ, সংসারের বন্ধুদের চিন্তার তুলনায় তাঁর চিন্তা কেমন ভিন্ন! এসংসারের কোন্‌ বন্ধু, এজীবনের অভিলাষের কোন্‌ প্রেমিক আন্দ্রিয়ের মত ক্রুশ ও মৃত্যুর জন্য ততখানি আকাঙ্ক্ষা দেখাতে পারবে? হ্যাঁ, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সংসারের প্রেম ও আধ্যাত্মিক প্রেম সম্পূর্ণরূপে বিরোধী বিষয়; ফলে তাদের ফলও যে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন হবে এতেও বিস্ময়ের কিছু নেই। সংসারের প্রেম নয়, ঈশ্বরের পুণ্য প্রেমই তো ক্লেশের মাঝে আমাদের আনন্দিত করে, পীড়নের মাঝে আমাদের উল্লসিত করে, ও আমাদের অন্তরে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা সঞ্চার করে। যারা সংসারের প্রেম দ্বারা আকর্ষিত, তারা নিজের স্বার্থ, আরাম, বিশ্রাম ও মর্যাদার অন্বেষণ করে; কিন্তু যারা ঐশপ্রেম দ্বারাই উদ্দীপিত, তারা নিজেদের নয়, সবকিছুতে কেবল ঈশ্বরের অন্বেষণ করে।

শ্লোক

প্র এঁরাই সেই মানুষ, যাঁরা দেহে থাকাকালে নিজেদের রক্তে মণ্ডলী রোপণ করলেন।
উ তাঁরা প্রভুর পানপাত্র থেকে পান করে ঈশ্বরের বন্ধু হয়ে উঠলেন।
প্র সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল তাঁদের কণ্ঠ, বিশ্বের প্রান্তসীমায় তাঁদের বাণী।
উ তাঁরা প্রভুর পানপাত্র থেকে পান করে ঈশ্বরের বন্ধু হয়ে উঠলেন।